নীল দংশন

সৈয়দ শামসুল হক

বাংলাবুক পরিবেশিত

প্রকাশক
মজিবর রহমান খোকা
বিদ্যাপ্রকাশ
৩৮/৪ বাংলাবাজার ঢাকা
প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারি ১৯৯০
দ্বিতীয় প্রকাশ
ডিসেম্বর ১৯৯৬
প্রচ্ছদ
মঈন আহমেদ
আলোকচিত্র
শামসুল ইসলাম আলমাজী
কম্পোজ
ডেস্কটপ কম্পিউটিং লিঃ
১৭০ শান্তিনগর ঢাকা

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

নীল দংশন

সৈয়দ শামসুল হক

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

ঘরের ভেতরে বাদামি আলো সারাদিন। ঘরের ভেতরে বাদামি আলো সারারাত। জানালায় বাদামি কাগজটা সাঁটা। মাথার ওপরে ন্যাংটো বাল্ব। ঘর থেকে বাইরে কিছু দেখা যায় না। মাঝে মাঝে পায়ের শব্দ শোনা যায়। ভারি পায়ের শব্দ। একটি কি দুটি মানুষের। মাঝে মাঝে আরো দূরে, হঠাৎ কোনো গাড়ির শব্দ শোনা যায়।

একাকী এই ঘরের ভেতরে কম্বল পাতা চৌকির ওপর সারাদিন সে ঠায় বসে ছিল। সারাটা রাত গেছে, ঘুম আসেনি, তখনো সে বসেই ছিল। অন্তত যতক্ষণ পর্যন্ত চেতনা ছিল, সে বসেই ছিল। তবে, শারীরিক নিয়মে ঘুম অনিবার্যভাবে আসে। সে নিশ্চয়ই ঘুমিয়ে পড়েছিল।

কঠিন একটা খোঁচায় সে জেগে ওঠে।

তাকিয়ে দ্যাখে, প্রথমে শুধু দেখতে পায়, তার চোখের অতি নিকটে খাঁকি পোষাক। তারপর মুখটা স্পষ্ট হয়।

এই সৈনিকটিকে গতকাল সে দেখেনি। আজ নতুন ডিউটি পড়েছে।

চলো।

সে তাকে অনুসরণ করে নিঃশব্দে।

দরোজার বাইরে এসে সৈনিকটি তাকে আগে ঠেলে দেয়। সৈনিকটিই এখন তাকে অনুসরণ করে। অনুসরণ করলেও, পেছন থেকে সেই তাকে চালনা করে।

শিগগিরই তারা পৌঁছোয় একসারি দরোজার সমুখে। ঠেলা খেয়ে একটা দরোজার ভেতরে সে ঢোকে। ঢুকে দ্যাখে, হাত-মুখ ধোবার জায়গা। জায়গাটি তার নিজের বাড়ির মত নয়। পরিষ্কার, ঝকঝক করছে; মেঝেতে একটুকু পানি নেই; বাতাসে এতটুকু দুর্গন্ধ নেই।

চোখ করকর করছে তার। আয়নায় নিজের চেহারা চোখে পড়ে। মুহূর্তের জন্য অন্য কারো চেহারা বলে ভুল হয় তার। ভাল করে সে তাকায়, আয়নায়, তার নিজের চোখের দিকে। সম্মোহনে নিবদ্ধ হয়ে থাকে সে।

চেহারা সেই আগের মতই আছে। একবার ভুল হয়, রোজকার মতই সে বাড়িতে দাড়ি কামাতে ঢুকেছে। একদিনেই সমস্ত মুখ দাড়িতে কালো হয়ে গেছে।

নিজের জামা-কাপড়ে হঠাৎ নতুন একটা ঘ্রাণ সে পায়। বারুদের ঘ্রাণ। গত দুদিনে সমস্ত নগরী জুড়ে একতরফা একটা যুদ্ধ হয়ে যায়। গোলা ফাটে। গুলি চলে। বাতাস ঝাঁঝালো হয়ে ওঠে। জামা-কাপড়ে সেই ঘ্রাণ এখনও তার শরীরে বিবমিষার উদ্রেক করে।

সে এখনো জানে না, কেন তাকে বন্দী করা হয়েছে।

বেরিয়ে আসবার পর সৈনিকটি আবার তাকে খোঁচা দেয়, আগে ঠেলে দেয়; সে এগোয়। সৈনিকটি তাকে অনুসরণ করতে থাকে।

অন্য এক দরোজার বাইরে অন্য এক সৈনিক দাঁড়িয়ে। দ্বিতীয় সৈনিকটি এখন তার দায়িত্ব নেয়। প্রথম সৈনিক চলে যায়। দ্বিতীয়জন তাকে একটা ঘরের ভেতরে ঢোকায়।

ঘরের ভেতরে দুটো টেবিল পাশাপাশি জোড়া দেয়া। ওপারে বসে আছে তিনজন অফিসার। টেবিলের ওপর একখণ্ড কাগজ নেই, দপ্তর নেই, কলম নেই। গাবের আঠার মত রঙ টেবিলের।

এমন পাট-পাট ইস্তিরি করা জামাকাপড় সে কতাকাল দেখেনি। যে সওদাগরি আপিসে কেরানীর চাকরী করে সে, সেখানে কাউকে সে এত ঝকঝকে ইস্তিরি করা কাপড় পড়তে দেখেনি যদিও তার মনিব, বড় সাহেব, সব সময়ই ধোপদুরস্ত কাপড় পরবার জন্যে সবাইকে বলে থাকেন।

টেবিলের ওপারে বসে আছে যে তিনজন অফিসার, তাদের জামায় এমন কড়া ইস্তিরি যে কলার, কাঁধের ওপর ওলটানো জিভ আর বুকের মাঝখানে বোতাম লাগাবার জায়গা মোমপালিশের মত চকচক করছে। কোনো কোনো জায়গা থেকে আলো ঠিকরোচ্ছে।

সৈনিকটি তাকে ধাক্কা দিয়ে বলে, 'সালাম করো।

সে তাড়াতাড়ি হাত তোলে। এত তাড়াতাড়ি যে অতিরিক্ত শ্রদ্ধা সে পুরে দিতে চায় তার ও-কাজে।

কিন্তু সালামের জবাব সে পায় না। তিনজনের কেউই যে জবাব দেয় না, সেটা তার কাছে এক ধরণের জবাব বলেই মনে হয়। তারপর চেহারায় কর্ম-নৈপুণ্যের ছাপ দেখে সে আশ্বস্ত হয় যে, আর কিছুক্ষণের মধ্যেই মুক্তি পাওয়া সম্ভব হবে।

তখন সে আবার সাভারের সড়ক দিয়ে জাফরগঞ্জের দিকে রওয়ানা হবে, যেমন সে গতকালও রওয়ানা হয়েছিল।

গতকাল মীরপুর ব্রীজের কাছে অনেকের সঙ্গে সেও বাধা পেয়েছিল সৈন্যদের কাছে। সবার মোটঘাট, জামার পকেট তল্লাশ করে দেখছিল ওরা। কিন্তু আর সকলের মত সে ছাড়া পায়নি। তাকে বন্দী করা হয়েছিল।

অবিলম্বে একজন অফিসার দেরাজ খুলে পাতলা একটা দফতর বার করে। হঠাৎ লাল রঙা একটা পেন্সিল দেখা দেয় ডান হাতে, ম্যাজিকের মত বিনা পরম্পরায়।

একই সঙ্গে পেছনের দরোজা দিয়ে অন্য একজন ঢোকে লম্বা নোট বই আর পেন্সিল হাতে নিয়ে। ঢুকে, দুরে একটা ছোট টেবিল নিয়ে বসে। তার হাতের পেন্সিল তির্যকভাবে নোট বইয়ের পাতায় প্রতীক্ষমাণ হয়ে থাকে।

তারপর একজন অফিসার ভোরের সূর্যের মত হাসিমুখে তাকায় তার দিকে। অত্যন্ত আন্তরিক গলায় জানতে চায়, 'রাতে ঘুম হয়েছিল?'

হ্যাঁ।

অবশ্যই ঘুমিয়েছিল সে। রাতের অধিকাংশ সময় জেগে থাকলেও সেটা দেবার মত একটা সংবাদ বলে তার মনে হয় না।

বেশ ঘুমিয়েছি।

ভাল, ভাল।

BanglaBook.org

দ্বিতীয় অফিসার এবার তার গাম্ভীর্য ভেঙ্গে সহাস্য হয়ে উঠে। বলে, ছারপোকা, মশা, এদের দৌরাত্ম্য এখন আমরা বাগে আনতে পারিনি। তার জন্যে কিছু দুর্ভোগ হয়ে থাকলে, সত্যি আমরা দুঃখিত। বিশেষ ভাবে দুঃখিত।

সে অভিভূত হয়ে যায়। আন্তরিকতা তাকে স্পর্শ করে। তৃতীয় অফিসার দ্বিতীয় জনের কথার পরে বিরতি না দিয়েই বলে, ভোরে কিছু খেতে দিয়েছিল?

না, তাকে দেয়া হয়নি। কিন্তু সে কথা কি বলা ঠিক হবে? অফিসারদের সঙ্গে যে আত্মীয়তা সে হঠাৎ বোধ করতে থাকে, তাতে তার মনে হয়, অধস্তনদের সামান্য দু একটা গাফিলতি তার না ধরাই উচিত।

দেয়নি?

সঙ্গে সঙ্গে একজন অফিসার কাকে যেন তলব করে। অবিলম্বে একজন সৈনিক এসে সটান হয়ে দাঁড়ায়। তিনজনই তাকে জর্জরিত করে তোলে কথার চাবুকে।

তারপর একজন বলে, যাও, নিয়ে এসো। এখানে। আর একটা চেয়ার দাও। কেউ এলে তাকে বসতে দেয়ার কথাও তোমাদের বলে দিতে হয়?

ভোজবাজির মত চোখের পলকে চেয়ার আসে। সে বসে। কিন্তু, যে ভঙ্গীতে বসে, তাতে সুখ হয় না। ভঙ্গীটা বদলায় সে, তবু অস্বস্তি যায় না।

তখন তার কেমন যেন গুলিয়ে যায় সব। তিনজনের ভেতরে কখন কে কোন প্রশ্ন করতে থাকে, ভাল করে ঠাহর হয় না।

নাম কি?

নজরুল ইসলাম।

কাজী নজরুল ইসলাম?

হ্যাঁ, কাজী নজরুল ইসলাম।

এককোণে বসে থাকা, খাকিজামা পরা চতুর্থ ব্যক্তিটির পেন্সিল এখন সচল হয়ে উঠেছে।

বাবার নাম?

কাজী সাইফুল ইসলাম।

বয়স?

কার বয়স? বাবার? তিনি এন্তেকাল করেছেন।

আপনার বয়স?

বিয়াল্লিশ।

জন্মস্থান?

চমকে ওঠে নজরুল।

জন্মস্থান বলুন।

বর্ধমান জেলায়।

আরতে?

হ্যাঁ, আরতে। পশ্চিম বাংলায়। ঢাকায় আসি ১৯৪৮ সালে।

কবিতা লিখতে শুরু করেন কবে থেকে?

BanglaBook.org

কবিতা?

প্রশ্নটা বুঝতে পারে না নজরুল ইসলাম। তিনজনের মুখের দিকে একে একে সে তাকায়। তিনজনই তাকিয়ে আছে তার দিকে স্থির চোখে। তিনজনই অপেক্ষা করছে।

তারপর একজন হঠাৎ নড়ে চড়ে উঠে। বার দুয়েক চোখের পাতা ফেলে জানতে চায়, ঠিকানা?

আমার ঠিকানা?

হ্যাঁ। ঢাকায় বাসা কোথায়?

এক নম্বর গোবিন্দ দত্ত লেন। লক্ষ্মীবাজার। সদরঘাটের খুব কাছে।

গোবিন্দ দত্ত কি হিন্দুর নাম?

জ্বী, হিন্দুর নাম।

আপনি হিন্দু।

না,আমি হিন্দু নই।

মুসলমান?

হ্যাঁ, আমি মুসলমান।

আপনার বাবা মুসলমান?

বলেছি তো, তার নাম কাজী সাইফুল ইসলাম। তিনি মুসলমান ছিলেন।

শিয়া না সুন্নী?

শিয়া নন, সুন্নী।

আপনার ক'টা কবিতার বই বেরিয়েছে?

কবিতার বই? আমার?

আচ্ছা, সে কথা থাক। মীরপুরে আপনাকে যখন দেখা গেল, কোথায় যাচ্ছিলেন?

জাফরগঞ্জে।

সেটা কোথায়?

আরিচা থেকে মাইল পাঁচেক পশ্চিমে।

গ্রাম?

ছোট একটা গ্রাম। হাট আছে। শনি মঙ্গলবার।

সেখানে কি?

কি মানে?

সেখানে কি আছে? আপনি তো ভারতের?

না, ভারতের নই।

বললেন, ভারতে আপনার জন্ম। বর্ধমানে বাড়ি।

বাড়ি ছিল এক সময়ে। তারপর ১৯৪৮ সালে ঢাকায় আসি।

ও হ্যাঁ, বলেছেন। আমাদেরই ভুল।

৪৮ সালে আমরা ভারত ছেড়ে একবারেই চলে আসি।

জাফরগঞ্জে কি?

BanglaBook.org

আমার শ্বশুর বাড়ি।
আপনি বিবাহিত?
হ্যাঁ।
কতদিন?
আট বছর।
ছেলে মেয়ে?
তিনজন।
আপনি ঢাকায়, তারা জাফরগঞ্জে কেন?
ওদের পাঠিয়ে দি।
কবে?
এ মাসেরই আট তারিখে?
আট তারিখে?
হ্যাঁ, বাসে করে পাঠিয়ে দি।
সাত তারিখের মিটিংয়ে গিয়েছিলেন?
কোন মিটিং?
রেসকোর্স ময়দানে।
ও হ্যাঁ,সাত তারিখে শেখ মুজিব মিটিং করেছিলেন।
আপনি গিয়েছিলেন?
হ্যাঁ, গিয়েছিলাম।
আপনার পেশা কি? কি কাজ? কি করেন?
চাকরী করি।
সরকারী?
বেসরকারী।
আর কি করেন?
আর কিছু করি না।
কবিতা?
কবিতা? কার কবিতা?
কবিতা লেখেন না

ঠিক এই সময়ে পেছনের দরোজা দিয়ে একজন সৈনিক এসে ঢোকে। তার হাতে কাঠের ট্রে। অফিসারদের একজনের ইশারা পেয়ে সে ট্রে নামিয়ে রাখে টেবিলের উপর নজরুলের সমুখে। নজরুল চায়ের পেয়ালা হাতে নেবার জন্য হাত বাড়ায়, একজন অফিসার হাত তোলে। যেন তাকে নিষেধ করা হয়। তখন চায়ের কাপ নামিয়ে রাখে নজরুল।

আপনি কবিতা লেখেন না?
না।
কখানোই লেখেননি?

BanglaBook.org

না।

লিখতে চাননি?

না।

হঠাৎ লজ্জিত বোধ করে নজরুল। মাথা নামিয়ে নেয়। বলে, কবিতা আমি ভাল বুঝতে পারি না।

আচ্ছা আপনি চা খেয়ে নিন।

চায়ে চুমুক দেয়ার আগে নজরুল হঠাৎ প্রন্ন করে, আমি বাড়ি যেতে পারব তো?

নিশ্চয়ই পারবেন।

আশ্বস্ত হয়ে চায়ে চুমুক দেয় নজরুল। এক টুকরো বিস্কুট ভেঙ্গে নেয়। তার অনেকটাই গুড়ো হয়ে কোলের উপর ছড়িয়ে পড়ে। অপ্রতিভ হয়ে চারদিকে সে তাকায়। মেঝেটা নোংরা হয়ে গেল। কি ভাববে ওরা? সে তাকিয়ে দ্যাখে, প্রত্যেকেই প্রশ্রয়– সুন্দর চোখে তাকিয়ে আছে তার দিকে। সে তখন বিস্কিট ফেলে শুধু চায়ে মনোযোগ দেয়।

চা শেষ হয়। সন্তর্পনে কাপটা পিরিচের ওপর নামিয়ে রাখে সে, যেন এতটুকু শব্দ না হয়।

বিস্কিট পড়ে রইল যে!

নজরুল একটু হাসে।

আরেক কাপ চা দেবে?

না, না, এই যথেষ্ট।

তাহলে আপনি কাজী নজরুল ইসলাম?

জ্বী।

বরাবর ঢাকাতেই ছিলেন?

জ্বী।

আপনার স্ত্রী ছেলেমেয়েদের আপনি দেশে পাঠিয়ে দেন?

জ্বী।

মার্চের আট তারিখে?

জ্বী।

বাসায় রান্না করছে কে?

কেউ না। ওরা চলে যাবার পর হোটেলেই খেয়ে নিচ্ছি। রান্না আমার আসে না।ওরা না থাকলে বাইরেই খেয়ে নেই।

বাইরে সময় কাটছিল আপনার?

একরকম তা-ই।

সিগারেট?

জ্বী?

সিগারেট খান।

দামী বিলিতি সিগারেটের আনকোরা প্যাকেট নজরুলের সমুখে বাড়িয়ে দেয়া হয়। সে সঙ্গে নতুন দেশলাই।

BanglaBook.org

খান।

সিগারেটের পেকেট খুলতে গিয়ে নজরুল টের পায় তার হাত ভীষণ রকমে কাঁপছে। আর সেটা লক্ষ্য করছে ঘরের প্রতিটি লোক।

কোনো রকমে একটা সিগারেট ধরায় সে, কিন্তু ভাল করে টান দিতে পারে না। গলার ভেতরে শক্ত কি একটা স্থির হয়ে আছে, চলে গেছে সোজা পাকস্থলী পর্যন্ত। সিগারেট তার আঙুলের ফাঁকেই পুড়তে থাকে।

হঠাৎ প্রশ্ন শুরু হয় আবার।

আপনি জাফরগঞ্জে যেতে চান?

হ্যাঁ চাই। আজ গেলে খুব ভাল হয়।

কেন, ভালটা কিসের?

ওরা খুব চিন্তা করছে যে।

কি চিন্তা করছে?

এই আমি ভাল আছি কি– না।

অর্থাৎ, আপনি বেঁচে আছেন, না মরে গেছেন?

না, তা কেন? মরে যাবো কেন?

নজরুল তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে ওঠে। কি জানি, পাছে তারা কোনো অপরাধ নেয়—মৃত্যুর কথা সে ভেবেছে বলে।

নজরুল মুখে একটা স্থির বেপরোয়া হাসি ফুটিয়ে বলে, মৃত্যুকে আমি ভয় করি না।

কেন?

একদিন না একদিন মরতে তো হবেই।

কথাটা বলেই সে টের পায়, কোথায় কি বদলে গেল চোখের পলকে। যেন একটা সুর কেটে গেল। যেন একটা বিচ্ছিরি স্তব্ধতা দড়াম করে আছড়ে পড়ল ঘরের মাঝখানে।

আড়চোখে অফিসারদের সমুখে রাখা দপ্তরের দিকে একবার তাকিয়ে চোখ নামিয়ে নেয় নজরুল। হঠাৎ তার কপালে দেখা দেয় ঘাম। কিন্তু সে ঘাম মুছে ফেলার জন্যে হাত ওঠে না তার।

শিগগিরই একজন বলে, চেয়ার একটু পেছনে ঠেলে, ভাঙে ক্যাঁচ করে শব্দ তোলে, আমরা জানি, মৃত্যুকে আপনি ভয় পান না। আচ্ছা একটা কথা বলুন তো, একেবারে বন্ধু হিসেবে জিগ্যেস করছি, বলবেন?

নজরুল অপেক্ষা করে। কপাল থেকে ঘামের রেখা চুঁইয়ে এখন তার ভ্রু পর্যন্ত নেমেছে।

পঁচিশে মার্চ সকাল বেলা আপনি কি করছিলেন?

পঁচিশে মার্চ?

হ্যাঁ মনে করে দেখুন। সকাল বেলা।

ঘুম থেকে ওঠে চা বানাই।

তারপর?

চা খেয়ে নিচের তলায় বশীর সাহেবের কাছে যাই।

BanglaBook.org

বশীর সাহেব কে?

নীচের তলার ভাড়াটে।

কি করেন তিনি?

কোন একটা আপিসে কি যেন করেন?

এত বছর এক সঙ্গে আছেন, জানেন না কোন অফিসে কি কাজ তিনি করেন?

জানি না। এত বছর কই? মাত্র দুই মাস আগে নিচের তলা ভাড়া নেন তিনি। প্রথম দিন থেকেই তার স্ত্রীর সঙ্গে আমার স্ত্রীর বনিবনা হয় নাই। ওপর থেকে ময়লা ফেলা নিয়ে কি একটা গণ্ডগোল হয়, কথা কাটাকাটি হয়—সেই থেকে সদ্ভাব নেই।

অথচ সেই বশীর সাহেবের কাছেই আপনি যান?

হ্যাঁ। যাই। উনি খবরের কাগজ রাখেন। কাগজ দেখতে গিয়েছিলাম।

তারপর?

তারপর কাগজ পড়ে, বশীর সাহেবের সঙ্গে একটু কথা বলে আবার ওপরে আসি।

কি কথা হলো?

ভালা মনে নেই।

চেষ্টা করে দেখুন।

হঠাৎ সচকিত হয়ে ওঠে নজরুল। উদগ্রীব গলায় সে জানতে চায় বশীর সাহেবকে নিয়ে কোনো গোলমাল হয়েছে কি–না।

বশীর সাহেবকে নিয়ে গোলমাল হতে পারে বলে আপনি মনে করেন?

কি জানি। বুঝতে পারছি না।

নজরুলের বিশ্বাস হয়ে যায় যে বশীর সাহেব ধরা পড়েছেন। আর তাকে মীরপুর ব্রীজ থেকে পাকড়াও করা হয় সেটাও ঐ বশীর সাহেবের জন্যে। আলবৎ তাঁরই জন্যে। লোকটা রাজনীতি–পাগল। মানুষ ধরে ধরে রাজনীতি আলোচনা করেন বলেই নজরুলের আজ এ দুর্গতি।

তারপর?

হঠাৎ মাথা গুলিয়ে যায় নজরুলের।

আবার প্রশ্ন হয়।

তারপর? বশীর সাহেবের সঙ্গে কি কথা হলো?

এইবার মনে পড়েছে নজরুলের। তার প্রত্যয় হয়, বশীর সাহেবের সঙ্গে সেদিন সকালের আলোচনার বিস্তারিত বিবরণ দিলেই মুক্তি পেয়ে যাবে সে এক্ষুণি।

বশীর সাহেব বললেন, শেখ মুজিব এমন টাইট দিয়েছে যে, ইয়াহিয়া আজকেই ঘোষণা দিয়ে ক্ষমতা হাতে তুলে দিয়ে ল্যাজ গুটিয়ে রাওয়ালপিণ্ডি ফিরে যাবে। জীবনে আর এ মুখো হবে না।

আর কি কথা হলো?

BanglaBook.org

ও হ্যাঁ, মনে পড়েছে। বশীর সাহেব বললেন, জয় বাংলার নিশানটা ভাল হয়নি। সূর্যের ভেতরে বাংলাদেশের ম্যাপটা না থাকলেই ভাল ছিল। তিনি নাকি দুনিয়ার কোনো নিশানে দেশের ম্যাপ দেখেননি।

আর কি কথা হলো?

এরই মধ্যে তার বড় ছেলেটা বাইরে যাচ্ছিল। তিনি তাকে পেছনে থেকে চেঁচিয়ে জিগ্যেস করলেন, কোথায় যাচ্ছিস? ছেলে বলল, কি একটা মিছিল আছে, সেখানে যাচ্ছে, প্রেসিডেন্ট হাউসের কাছে। তখন বশীর সাহেব সেই রকম চেঁচিয়ে বলল যে, সাবধান থাকিস। ছেলেটা ততক্ষণে শোনার বাইরে চলে গিয়েছিল। বশীর সাহেব তখন আমার দিকে চোখ ফিরিয়ে বলেছিলেন, দেশ যদি কেউ স্বাধীন করে থাকে তো এই ছেলেরাই করছে, আমরা বুড়োরা তো আপোষ করে করেই এতকাল দেশের বারোটা বাজিয়ে দিলাম।

এক নিঃশ্বাসে গড় গড় করে কথাগুলো বলে এখন দম নেবার জন্য থামে নজরুল। তারপর, বশীর সাহেব যে মারাত্মক এক ব্যক্তি সেটাই সন্দেহাতীত রকমে প্রমাণ করবার জন্যে সে যোগ করে নতুন এক তথ্য।

বশীর সাহেব আমাকে ও মিছিলে যোগ দেবার জন্যে অনেক বারই বলেছিলেন।

আপনি গিয়েছিলেন? মিছিলে?

না।

কথাটা মিথ্যে; আর মিথ্যেটা যে তার বলার ভঙ্গীতেই স্পষ্ট হয়ে গেছে, সেটা টের পেয়ে যায় নজরুল নিজেই। বেশ কয়েকটা মিছিলে সে গিয়েছিল। চিৎকার করে শ্লোগান দিয়েছিল—স্বাধীন করো, স্বাধীন করো, বাংলাদেশ স্বাধীন করো।

যাননি?

আবার প্রশ্নে চুপ করে থাকে নজরুল।

অনেক কবিই তো মিছিলে গিয়েছিল?

হ্যাঁ।

অনেক লেখক?

হ্যাঁ।

আপনি যাননি?

না।

এবারে, দ্বিতীয় বারে, মিথ্যেটা সত্যের মতই জোরালি শোনায় নজরুলের নিজের কাছে।

আমি যাইনি। বশীর সাহেব গিয়েছিলেন।

তারপর?

তারপর বশীর সাহেব আর কি করেছেন, আমি জানি না। জানলে বলতাম।

বশীর সাহেবের কথা নয়। তারপর আপনি কি করলেন?

ও, আমি? আমি তারপর ওপরে ওঠে এলাম। বিছানা-টিছানা ঠিক করলাম। বোধ হয় আবার একটু শুয়ে পড়েছিলাম।

আপিস? আপিসে গেলেন না?

BanglaBook.org

আপিস হচ্ছিল না।

কেন?

অসহযোগিতার নির্দেশ জারী হবার পরপরই আমাদের মালিক অফিস এক মাসের জন্যে বন্ধ করে দেন। তিনি করাচী চলে যান ব্যবসারই কি একটা কাজে।

তারপর?

এখনো তিনি করাচিতেই আছেন।

তার কথা নয়, আপনি কি করলেন?

দুপুরের দিকে সদরঘাটে গিয়েছিলাম মনে আছে। যেখানে জয়বাংলার নিশান বিক্রি হচ্ছিল পথের ওপর গাদি করে। আমি খানিকক্ষণ দাম-টাম জিগ্যেস করলাম।

কেন?

কোন সাইজের নিশান কি দামে বিক্রি হচ্ছে জানবার জন্যে। কিনবার জন্যে নয়। এমনিতেই জানতে ইচ্ছে হয়েছিল।

নিশান কিনলেন?

না।

কেন কিনলেন না?

আমরা যে বাড়িতে থাকি সেটা তেতলা। তেতলায় থাকেন বাড়িওয়ালা। তিনি একটা নিশান ছাদ থেকে উঠান। তাতেই কাজ চলে যায়।

তারপর?

তারপর সদরঘাটে গেলাম কোথাও ভাত খেয়ে নিতে। সেখানে সস্তায় খাবার মত কিছু হোটেল আছে, নৌকোয়। হিন্দু হোটেল।

হিন্দু হোটেল?

মানে, মাছ- ভাত খাবার হোটেল। লোকে হিন্দু হোটেল বলে।

আপনি মুসলমান?

জ্বী, আমি মুসলমান।

হিন্দু হোটেলে আপনি খান?

আসলে হিন্দু হোটেল নয়। লোকে বলে। বাঙ্গালী হোটেল আর কি।

বাঙ্গালী হোটেল?

না, তাও নয়। মাছ-ভাত পাওয়া যায়; মাছ -ভাত ছাড়া আর কিছু পাওয়া যায় না, সেইসব হোটেলে।

অর্থাৎ, লোকে যে গুলোকে হিন্দু হোটেল বলে?

নিজের ওপর ভীষণ রাগ হয় নজরুলের। শুধু হোটেল বললেই হত ; কেন সেই সঙ্গে হিন্দু কথাটা যোগ করতে গেল সে? তাও না হয় একরকম ছিল, আবার বেমওকা বাঙ্গালী হোটেল কথাটা বেরিয়ে গেল। হয়ত আর কখনোই সে মুক্তি পাবে না এখান থেকে।

আতংকে সারা মুখের ঘাম শুকিয়ে যায় তার। ভীত চোখে এদিক ওদিক তাকায় সে। দ্যাখে, চতুর্থ ব্যক্তির হাতে পেন্সিলটা নোট বই ছুঁয়ে ধৈর্যের সঙ্গে অপেক্ষা করে আছে।

BanglaBook.org

মনে হয়, দীর্ঘ একটা প্রহর পার হয়ে যায়। অবশেষে আবার প্রশ্ন শুরু হয়।

আচ্ছা, যেতে দিন সে সব কথা। তারপর কি করলেন?

নজরুলের স্পষ্ট মনে পড়ে যায় সেই মুহূর্তের ছবিটা। নৌকার ওপরে এক হোটেল থেকে দুটি ছোকরা তারস্বরে চিৎকার করে ডাকছিল—। আসেন, আসেন, জয় বাংলা মাছ ভাত, হাফ দামে বাঙ্গালী খাওন, স্বাধীনতা আইয়া পড়ছে, বড় বড় কই মাছ লাফাইয়া উঠছে, জয় বাংলা কইমাছের ঝোল, হাফ দামে চইলা যায়। আসেন, আসেন।

ছোকরা দুটির পালা করে গানের মত সেই আহ্বান এখনো তার কানে লেগে থাকলেও, নজরুল ভাল করেই বুঝতে পারে যে এর উল্লেখ মাত্র করা যাবে না। তাছাড়া, এ ঘরে কথা হচ্ছে প্রধানতঃ উর্দুতে। প্রশ্ন হচ্ছে উর্দুতে, আর সে উত্তর দিচ্ছে প্রচুর ইংরেজী শব্দ আর আলটপকা দু একটা বাংলা শব্দ মিশিয়ে বিচিত্র এক উর্দুতে। কাজেই সদরঘাটে শোনা সেই ভাত খাবার ডাক অনুবাদ করাটা সব দিক থেকেই অনুচিত এবং অসম্ভব মনে হয় তার।

ভাত খেলেন কোথায়? কোন হিন্দু হোটেলে?

খেলাম না। পকেটে পয়সা কম ছিল। তাই দু আনার চীনে বাদাম কিনেছিলাম।

সারাদিন কিছু খেলেন না?

না, না, তা নয়। খেয়েছি। ভাত খেয়েছি আমাদেরই দেশের পরিচিত একজনের বাসায়।

ভারতের লোক?

কার কথা বলছেন?

যার ওখানে ভাত খেলেন?

না, না ভারতের লোক হতে যাবে কেন? ওরাও আমাদেরই মত ৪৮ সালে ঢাকা চলে এসেছিল বাড়িঘর সব বেচে দিয়ে। আর কোনোদিন বর্ধমানে যায়নি।

আসলে নজরুল ভাত খেয়েছিল সদরঘাটেই, ঐ জয় বাংলা কই মাছ দিয়েই। ভারি স্বাদ ছিল ঝোলটার। এই তো মাত্র দুদিন আগের কথা। তারপর ২৬ গেছে, ২৭ সে ধরা পড়ে। ২৬ শে খেতে পায়নি, কারণ বাইরে ছিল কারফিউ আর ভেতরে ছিল না খাবার। ২৭ শে সামান্য সময়ের জন্যে কারফিউ ওঠে যেতেই সে রওনা হয়েছিল জাফরগঞ্জের দিকে ; পথে ধরা পড়ে এখানে আসে এবং গতকাল ধরা পড়বার পর থেকে আজ সকাল পর্যন্ত এখন চা ছাড়া আর কিছুই তাকে খেতে দেয়া হয়নি।

তার নাম কি?

যার ওখানে ভাত খেতে গিয়েছিলাম?

এক মুহূর্তে ভেবে নেয় নজরুল। কার কথা বলবে? হঠাৎ সালেহার কথা মনে পড়ে যায়। সালেহার স্বামীর নাম করে নজরুল।

মোহাম্মদ আনিসুর রহমান।

কি করেন তিনি?

সাইকেলের দোকান আছে তাঁর।

কোথায়?

বংশালে।

BanglaBook.org

বংশালে তো জয় বাংলার একটা ঘাঁটি।

চুপ করে থাকে নজরুল। বংশালেও সেও জয় বাংলার নিশান দেখেছে সমস্ত বাড়ি আর দোকান ঘরের মাথায়, যেমন দেখা গেছে সারা ঢাকায় আর গোটা বাংলাদেশে। বংশালকে বিশেষ করে দেখবার মত কোনো কারণ তার মাথায় আসে না। সে চুপ করে থাকে।

বংশালে জয় বাংলার ঘাঁটি নেই?

থাকতে পারে। আমি জানি না। সত্যি, আমি জানি না।

এক প্রকার অনুনয় ফুটে বেরোয় নজরুলের কণ্ঠে।

আচ্ছা, সে থাক। আপনি বংশালে গেলেন, সেখানে ভাত খেলেন, বেলা তখন কটা হবে?

এই দেড়টা কি দুটো।

তারপর?

তারপর আনিস সাহেবের বাসা থেকে বেরিয়ে পড়ি।

কথাটা সম্পূর্ণ মিথ্যে বলেই, নজরুল এখন কল্পনায় নিজেকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আনিসুর রহমানের বাসা থেকে বের করে আনে এবং দাঁড় করায় নবাবপুরে—যে নবাবপুরে সে এসেছিল সদরঘাট থেকে ভাত খেয়ে।

বংশাল থেকে গেলেন কোথায়?

জিন্নাহ এভেন্যুতে।

জিন্নাহর পুরো নাম কি?

হকচকিয়ে যায় নজরুল। এ রকম একটা প্রশ্নের জন্যে তৈরী ছিল না সে।

পুরো নাম বলুন।

মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ।

তার নামের আগে কায়েদে আজম নেই?

আছে। হ্যাঁ আছে বলতে ভুলে গিয়েছিলাম? কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ।

আপনি কখনো কায়েদে আজমকে নিয়ে কবিতা লিখেছেন?

না।

ইসলামী আদর্শ নিয়ে কোনো কবিতা?

পাকিস্তান সম্পর্কে?

না।

ইসলামী আদর্শ নিয়ে কবিতা লেখা যায়?

হ্যাঁ, যায়।

তাহলে লেখেন নি কেন?

আমার কখনো ইচ্ছে হয়নি।

অর্থাৎ, ইসলামী আদর্শ নিয়ে কবিতা লেখার কোনো ইচ্ছাই আপনার কখনো হয় নি?

না, তা নয়। কবিতা লেখারই কোনো ইচ্ছা আমার কখনো হয়নি।

তাহলে, আমরা কি ধরে নেব যে নিজের অনিচ্ছায় আপনি কাজী নজরুল ইসলাম এতকাল কবিতা লিখছেন?

BanglaBook.org

আপনারা ভুল করছেন। আমি কোন কবিতাই লিখিনি।

আমাদের ভুল তাহলে?

২

নজরুল টের পায় যে শেষ প্রশ্নটির জবাব 'হ্যাঁ' দিলেও বিপদ, 'না' দিলেও নিস্তার নেই। সে বুঝেই পায় না, এই অদ্ভুত প্রশ্নগুলি তিনটি লোক এক নাগাড়ে তাকেই কেন করে যাচ্ছে।

যাক, আপনি কবিতা লেখেননি, কখনোই কবিতা লেখেন না— আপনারই কথা। এবার বলুন জিন্নাহ এভেন্যুতে কি করলেন?

ইতস্ততঃ করে সে উত্তর দেয়, আমার ঠিক মনে পড়ছে না।

সত্যিই নজরুলের মনে পড়ছে না। তার একটা কারণ, সে এখন অন্য মনস্ক হয়ে পড়েছে। সে এখন আর এখানে নেই। সে শুধু বুঝতে চেষ্টা করছে, তাকেই কেন এ প্রশ্নগুলো করা হচ্ছে? সে বুঝে দেখতে চাইছে, এখানে সে কি করছে? কেন এসে পৌঁছেছে? তার মত একজন মানুষের তো এখানে এভাবে এখন এদের মুখোমুখি থাকবার কথা নয়। এমন কি, এটা এক অদ্ভুত সৃষ্টি ছাড়া স্বপ্নও হতে পারে।

চেষ্টা দেখুন মনে পড়ে কি–না।

চেষ্টা করছি।

এতক্ষণ তো বেশ বলে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ কি হলো? নিন, একটা সিগারেট নিন।

হ্যাঁ, সিগারেট।

নজরুল আরেকটা সিগারেট ধরায়। কিন্তু আগের মতই ভীষণ হাত কাঁপতে থাকে তার। আগের মতই আঙুলের ফাঁকে সিগারেট পুড়তে থাকে। তখন সে এক গেলাশ পানি চায়।

অবিলম্বে পানি আসে। একটু চুমুকে সমস্ত গেলাশ নিঃশেষ করে দেয় সে।

মনে পড়ছে, কাজী সাহেব?

আমি জিন্নাহ এভেন্যুতে যাই।

ওটা আগেই বলেছেন।

বলেছি বুঝি? হ্যাঁ, বলেছি। সেখানে আমি অনেকক্ষণ হেঁটে বেড়াই। পুরনো একজন বন্ধুর সঙ্গে তারপর দেখা হয়ে যায়।

কোথায়?

স্টেডিয়ামের মোড়ে।

বন্ধুটি কে?

এক বইয়ের দোকানে কাজ করে।

বইয়ের দোকান?

BanglaBook.org

হ্যাঁ, বাংলাবাজারে স্কুলপাঠ্য বইয়ের দোকান। মাঝে মাঝে আমি সেখানে গিয়ে গল্পটল্প করি।

কবিতার বই বিক্রি হয় সে দোকানে?

হয়ত হয়। কিছু কিছু বাইরের বইও ওদের দোকানে দেখেছি।

আপনার কবিতার বই সেখানে বিক্রি হয়?

আমার বই নেই। বিক্রি হবে কোত্থেকে?

প্রশ্নের উত্তর দিন। প্রশ্ন করবেন না।

নিজেকে সামলে নেয় নজরুল। নির্দেশটি তাকে যেন এক নিমিষে ভয়াবহ এক শূন্যতার ভেতরে স্থাপিত করে দেয়। মনে হয়, তার পেছন থেকে একটানে কে যেন চেয়ারটা সরিয়ে নিয়েছে, আর সে বসে আছে চেয়ারের আদলে গড়া এক খণ্ড শূন্যতার ওপর।

সেই বন্ধুর নাম কি?

ওসমান।

আপনাকে ওসমান কি বলল?

সে বলল, বাঙ্গালীরা খুব ভুল করছে। শেখ মুজিব বাঙ্গালীদের ভুল পথে নিয়ে যাচ্ছে। সে বলল, শেখ মুজিব বাঙ্গালীদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করছে। এই ধরণের আরো অনেক কিছু সে বলল।

রাস্তায় দাঁড়িয়ে।

হ্যাঁ, রাস্তায় দাঁড়িয়ে।

আপনি তার ওপরে চটে গেলেন?

আমি?

আপনি তার কথা শুনে চটে গেলেন?

নজরুল বুঝতে পারে কথা কোনদিকে মোড় নিচ্ছে। তাই হিসেব করে সতর্ক গলায় সে জবাব দেয়, ' না।"

তাহলে?'

তার কথাগুলো নিয়ে চিন্তা করলাম।

কি চিন্তা করলেন?

ভেবে দেখতে চাইলাম, ওসমানের কথা ঠিক কি না। ঠিক বলেছে কি– না।

কি মনে হলো?

মনে হলো, তার কথা ঠিক হলেও হতে পারে। ওসমান অনেক খবর রাখে। অনেক রকম লোক ওর দোকানে আসে, গল্প করে।

আসলে, নজরুলকে এখন যারই উল্লেখ করতে হচ্ছে, তার কাঁধেই দোষ দিতে সে উদগ্রীব। আজকেই যদি ছাড়া পেয়ে যায়, তাহলে আজই সে জাফরগঞ্জ চলে যায়।

আমি ওসমানকে এরপর বিদায় দিয়ে হাঁটতে লাগলাম।

কোনদিকে?

রমনার দিকে। ভাবলাম, যাই, পার্কে একটু হাওয়া খেয়ে আসি।

BanglaBook.org

চনমনে রোদ্দুরে বেশ গরম লাগছিল।

তারপর?

পার্কে গিয়ে বসলাম। সেখানেই সন্ধ্যে হয়ে গেল। মনে হলো, বাড়ি ফেরা দরকার। বাড়ি ফিরে গেলাম।

তারপর?

ঘরে খানিক চিঁড়ে ছিল, ধুয়ে চিনি দিয়ে খাই। খেয়ে শুয়ে পড়ি।

তখন কটা বাজে?

কি জানি। হাত ঘড়িটা খারাপ ছিল। হয়ত নটা সাড়ে নটা হবে। তার বেশি নয়।

শুয়ে পড়লেন, ঘোষণার জন্যে অপেক্ষা করলেন না?

কিসের ঘোষণা?

কেন?— সকালেই বশীর সাহেব আপনাকে বলেন যে প্রেসিডেন্ট আজই ঘোষণা করে ক্ষমতা হাতে তুলে দিয়ে চলে যাচ্ছেন। খোঁজ নেবার জন্যে আপনার কৌতূহল হলো না? একবার রেডিও খুললেন না।

আমার রেডিও নেই।

বশীর সাহেবের কাছে একবার শুনতে যেতে পারতেন।

তিনি বাসায় ছিলেন না।

তাহলে তার কাছে গিয়েছিলেন বলুন?

না। বাড়িতে ঢোকার সময় দেখে ছিলাম তিনি রাস্তায় নেমে যাচ্ছেন।

তারপর?

তারপর আমার বোধ হয় ঘুম আসে।

আপনি তাড়াতাড়ি ঘুমোন ?

সাধারণত ঃ আমার বেশ তাড়াতাড়ি ঘুম আসে। সকালে আপিস যেতে হয়। আপিসে যাবার আগে বাজারে যেতে হয়। তাই।

তারপর?

তারপর আর কি? গতকাল কারফিউ উঠলে শ্বশুর বাড়ির দিকে বেরোই।মীরপুর ব্রীজে—

সে কথায় পরে আসব আমরা। ঘুমোতে যাবার পর কি হলো? উঠলেন কখন? পরদিন সকালে?

না।

তাহলে?

রাতেই উঠে পড়ি।

কেন , রাতে উঠে পরলেন কেন?

নজরুল প্রায় ফিসফিস কণ্ঠে উত্তর দিল এই প্রশ্নের।

গুলর শব্দে।

গুলির শব্দ?

হ্যাঁ।

BanglaBook.org

আগে কখনও গুলির শব্দ শুনেছেন?

হ্যাঁ শুনেছি।

কোথায়?

সিনেমায়।

আপনি ঘুমের মধ্যে শব্দ শুনেই বুঝতে পারলেন গুলীর শব্দ?

প্রথমে বুঝতে পারিনি।

কখন বুঝতে পারলেন?

কিছুক্ষণ পরেই।

রাত তখন ক'টা ?

এগারটা দশ।

কি করে ঠিক ঠিক সময় আন্দাজ করলেন?

আমার ঘড়িতে।

কিন্তু একটু আগেই বললেন,ঘড়িটা খারাপ ছিল।

সেটা আমার হাত ঘড়ি। ছেলেমেয়েদের জন্যে একটা টেবিল ঘড়ি আছে। এগারটা দশ বেজেছিল তাতে।

অথচ কখন শুতে গেছেন সেটা টেবিল ঘড়িতে দেখে রাখার দরকার বোধ করেননি।

টেবিল ঘড়িটা পাশের ঘরে রাখা থাকে।

তা হলে গুলীর শব্দ শুনে আপনি পাশের ঘরে যান ?

হ্যাঁ।

কেন ? বাড়িতে তো কেউ নেই। পাশের ঘরে কেন গিয়েছিলেন।?

পাশের ঘর থেকে সড়ক দেখা যায়।আমি দেখতে গিয়েছিলাম গুলিটা কোথায় হচ্ছে।

দেখতে পেলেন?

না।

তখন কি করলেন?

সব বাতি নিভিয়ে দিয়ে চৌকির ওপর বসে রইলাম।

সঙ্গে সঙ্গে?

হ্যাঁ, সঙ্গে সঙ্গে।

সিগারেট নিন।

হ্যাঁ সিগারেট।

আরেকটা সিগারেট নেয় নজরুল। কিন্তু ধরাতে যাবার আগেই নতুন প্রশ্নের মুখে পড়ে যায় সে। ধরান আর হয় না।

একটা কথা বলুন, গুলীর শব্দ যখন শুনলেন তখন সঙ্গে সঙ্গে আপনার কি মনে হলো?

মনে হলো খুব জোর গুলী চলছে।

তা নয়। ভাল করে শুনুন, ভাল করে ভেবে দেখুন, তারপর উত্তর দিন। গুলী শোনার সঙ্গে সঙ্গে আপনার কি মনে হলো? কারা গুলি ছুঁড়ছে?

BanglaBook.org

নজরুল ভেবে পায় না কি উত্তর সে দিতে পারে। গুলীর শব্দ শোনার সঙ্গে সঙ্গেই তার মনে হয়েছিল, ছাত্রদের নিশ্চয়ই কোনো মিছিল বেরিয়েছে আর তার উপর গুলী ছুঁড়ছে মিলিটারি। যারা বলত যে মিলিটারি ক্যান্টনমেন্টের ভেতরে সেঁদিয়ে পড়েছে ভয়ে, তাদের কথা কিছুতেই বিশ্বাস হতো না নজরুলের। তার সহজ কারণ এই যে, সে হচ্ছে চিরকালের ভীতু। তার মনে সবচেয়ে প্রবল অনুভূতি —ভয়ের। আর সবচেয়ে বেশি ভয় করে সে অস্ত্রকে। সেই মরণাস্ত্র যাদের হাতে তাদের কখনও পরাজয় হতে পারে এটা তার বিশ্বাসযোগ্যতার একেবারেই বাইরে।

অন্যদিকে, সে যদি এখন বলে যে বাঙ্গালী গুলী ছুঁড়ছে বলে তখন তার মনে হয়েছিল, তাহলে দুটো বেকাদায় পরতে পারে সে। এক, সে নিশ্চিত হলো কি করে যে বাঙ্গালীদের হাতে আক্রমণ করবার মত অস্ত্র আছে? দুই, বঙ্গালীদের হাতে অস্ত্র আছে বলেই যদি তার জানা, তাহলে সে এখন দেখিয়ে দিক কোথায় কার কাছে অস্ত্র আছে, কোথায় তাদের ঘাঁটি রয়েছে।

কি মনে হল তখন আপনার?

আবার সেই প্রশ্ন। একটু ইতস্ততঃ করল নজরুল। ভেবে দেখল, সত্যি কথাটাই বলে ফেলা সবচেয়ে ভাল।

আমি ভেবেছিলাম, ছাত্ররা হঠাৎ বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে, তাই আপনারা গুলী ছাঁড়তে বাধ্য হয়েছেন।

আর কি মনে হয়েছিল?

আমার খুব ভয় করছিল।

কিসের জন্য ভয় করছিল? আপনার উপর গুলী ছোঁড়া হচ্ছিল না। আপনার মহল্লাতেও কিছু হচ্ছিল না?

ভয় করছিল আমার বৌয়ের জন্য। আর ছেলে মেয়ের জন্যে।

তারা তো ঢাকায় নেই।

তবু ভয় করছিল।

বাঙ্গালীরা হেরে যেতে পারে বলে ভয় করছিল?

না।

আমরা হেরে যেতে পারি বলে ভয় করছিল?

সে কথা আমার মনেই হয়নি।

তাহলে আপনার ভয় করছিল কেন।

বললাম, ছেলে মেয়ের জন্যে।

বৌয়ের জন্যে।

হ্যাঁ, তার জন্যেও।

ভয়টা পরদিনও ছিল?

হ্যাঁ, ছিল।

পরদিন আপনি প্রেসিডেন্টের বক্তৃতা শুনেছিলেন?

হ্যাঁ, শুনেছি।

আপনার তো রেডিও নেই। শুনলেন কি করে?

BanglaBook.org

বশীর সাহেবের রেডিও আছে।

তার বাসায় তার সঙ্গে বসে শুনেছেন।

হ্যাঁ, তার বাসায় তার সঙ্গে।

মুজিবকে গ্রেফতার করা হয়েছে জানেন?

হ্যাঁ,জানি।

সে কথা শুনে আপনার ভয় কমলো? না, বাড়লো? জবাব দিন। বলুন। সে কথা শুনে আপনার কি মনে হলো ?

আমার ভয় করতে লাগল।

তবু ভয়?

আমার ছেলেমেয়ের জন্যে। বৌয়ের জন্যে।

কেন?

ওরা কাছে থাকলে ভয় করত না। বিশ্বাস করুন, আমার ভয় শুধু ওদের নিয়ে। আমি রাজনীতি করি না, রাজনীতির কিছু বুঝি না, ভোটের সময় আমার খুব জ্বর হয়েছিল, ভোট দিতেও যাইনি। আমি আমার ছেলেমেয়ে ছাড়া, তাদের ভবিষ্যৎ ছাড়া আর কিছুই ভাবি না। আমি মিছিল চাই না, ধর্মঘট চাইনা, গুলী খেয়ে মরতে চাই না; আমি রক্ত দেখলে ফিট হয়ে যাই, এই জন্যে আই এস সি পাশ করে ও ডাক্তারি পড়তে যাইনি। আমি আমার ছেলেমেয়েকে ছাড়া আর কিছুই বুঝি না। তাই আমার ভয় করছিল। আর কোন কিছুর জন্যে নয়।

বলতে বলতে টপ টপ করে চোখের পানি পড়ে নজরুলের। হঠাৎ অপ্রতিভ হয়ে যায় সে। এভাবে, অপরিচিত লোকের সামনে সে কাঁদতে পারে, কোনো দিন কল্পনাও করেনি। আবার একটু স্বস্তিও আসে। হয়ত এই চোখের পানিতেই এ বিপদ পার হয়ে যাবে, সে মুক্তি পাবে, জাফরগঞ্জে ছেলেমেয়ের কাছে যেতে পারবে, হয়ত এখুনি, আর একটু পরেই।

অথচ এই আপনিই আপনার কবিতায় কি সাহসী।

বিদ্রুপের জ্বলজ্বলে চোখে তিনজন অফিসার তাকিয়ে থাকে নজরুলের দিকে।

৩

কিছু বুঝতে না পেরে শূন্য দৃষ্টিতে নজরুল তাকায়। তখনও চোখে পানি তার। ভাল করে মুখগুলো তাই সে দেখতে পায় না।

শিগগিরই একজন অফিসার এক টুকরো ছাপা কাগজ ঠেলে দেয় নজরুলের সমুখে। খবর কাগজ থেকে কাটা। নজরুলই কেটে ছিল দিন কয়েক আগে।

চোখের পাতা বার কয়েক ফেলতেই পানি কেটে যায়, দৃষ্টি সহজ হয়ে আসে।

BanglaBook.org

খবর কাগজের কাটা অংশটুকুতে বাংলাদেশের পতাকা—ওপরে লেখা জয় বাংলা, নিচে ইংরেজী অনুবাদ লেখা, তোরা সব জয়ধ্বনি কর, তোরা সব জয়ধ্বনি কর, ঐ নতুনের কেতন ওড়ে কালবোশেখীর ঝড়– আরো কতগুলো লাইনের পরে, বড় হাতের হরফে লেখা কাজী নজরুল ইসলাম।

মুহূর্তে সব পরিষ্কার হয়ে যায় নজরুলের কাছে। এরা তাকে সেই বিখ্যাত কাজী নজরুল ইসলাম ঠাউরেছে। বর্ধমানের বিখ্যাত সন্তানের নামে বাবা তার নাম রেখেছিলেন। গোলমালের শুরু সেখান থেকেই। কিন্তু সে তো কোনো দিন স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি, তার সঙ্গে ঐ বিদ্রোহী কবিকে কেউ গুলিয়ে ফেলতে পারে।

ব্যাপারটা পরিষ্কার হতেই মনটা ভারি হাল্কা হয়ে যায় তার। এ ভুল তো এক্ষুনি ভাঙ্গিয়ে দেয়া যাবে; আর সঙ্গে সঙ্গে সে পাবে মুক্তি।

হা হা করে হেসে ওঠে নজরুল। হাসতে হসতেই বলে, আপনারা খুব ভুল করেছেন দেখছি। বিদ্রোহী কবি আমার চেয়ে বয়সে অনেক বড়। মাথাটাও খারাপ তাঁর। থাকেনও কলকাতায়। আমি সে লোক নই, কবি নই। সিপাইরা মস্ত বড় ভুল করেছে। বুঝলেন?

সঙ্গে সঙ্গে ঠাস করে তার গালে একটা চড় পড়ে। মনে হয়, জ্বলন্ত একটা মশাল কেউ তার মুখের ওপর চেপে ধরেছে। উত্তপ্ত অশ্রু ঠেলে ওঠে তার চোখে।

ডাইনে বাঁয়ে ডাইনে বাঁয়ে দু গালে চড় পড়তে থাকে তার। কিছুক্ষণের মধ্যেই মুখের কোথাও আর কোনো বোধ শক্তি অবশিষ্ট থাকে না। এখন কেবল মনে হতে থাকে,অন্য কোথাও বার বার কিছু একটা আছড়ে পরবার ধাক্কায় কেঁপে কেঁপে উঠছে তার মুখমণ্ডল।

বাঁ পাশের অফিসার, যে উঠে এসে চড় মারছে, সে একেকবার হাত নামিয়ে আনছে আর বলছে, আমরা ভুল করি না। আমরা ভুল করি না। বুঝেছ কবি, আমরা ভুল করি না। কবি বলেই এতক্ষণ সম্মান করে কথা বলছিলাম। এতবড় মিথ্যেবাদী, এত বড় দেশদ্রোহী। ভেবেছ, তোমার আগাগোড়া মিথ্যে কথা একটাও আমরা ধরতে পারিনি? তাই ভেবেছ? তাই ভেবেছে? চোখে ধূলো দিয়ে পালিয়ে যাচ্ছিলে কবি?

জ্ঞান হারিয়ে চেয়ার থেকে পরে যায় নজরুল। তখন তার পেটে প্রচণ্ড এক লাথি মেরে অফিসারটি হুকুম করে সরিয়ে নেবার জন্যে। জ্ঞান হারালেও, লাথি খেয়ে শরীরটা একবার ধণুকের মত বেঁকে উঠে স্থির হয়ে যায়।

BanglaBook.org

৪

চোখ মেলে দ্যাখে, আবার সেই ঘরে সে শুয়ে আছে। কিন্তু আলো এখন এত উজ্জ্বল বোধ হয় যে পরমুহূর্তেই চোখ বোঁজে সে।ঘরটা যেন চোখের পলকে একবার বিশাল হয়ে যায়; আবার সংকুচিত হয়ে একটা বিন্দুতে পরিণত হয়।

তীব্র আলোকিত একটা বিন্দু। অনেকক্ষণ পর ধীরে ধীরে আবার চোখ মেলে সে। এবারে তার চোখে পড়ে লম্বা তেপায়া একটা স্ট্যাণ্ডের ওপর সূর্যের মত উজ্জ্বল একটি বাতি জ্বলেছে তার চোখ বরাবর।

আলোটা এখানে আজ সকালেও ছিল না।

উঠে বসতে যাবে, তার হাত –পায়ে টান পড়ে। দু পা চৌকির পায়ার সঙ্গে বাঁধা। হাতে হাতকড়া।

সমস্ত শরীর ঘামে জবজব করছে তার। মুখ বিস্বাদ। থু থু ফেলতে গিয়ে খানিক বাসি রক্ত মুখ থেকে বেরিয়ে আসে।

তখন ধপ করে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ে সে আবার।

বিভৎস এক কৌতুকে বিদীর্ণ এই বিশ্ব।

নইলে কি করে মিলাবে সে পঁচিশ তারিখ রাত থেকে শুরু এই ঘটনা গুলো? কি করে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত, আধুনিক অস্ত্র সজ্জিত, সংগঠিত এক সেনাবাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়তে পাড়ে ঘুমন্ত নাগরিকদের ওপর? কি করে তারা জ্বালিয়ে দিতে পারে নগরীর সমস্ত বাজার? কামান দেগে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করতে পারে বসতি?

গুছিয়ে কিছু চিন্তা করতে পারে না নজরুল। টের পায় তার ঠোঁট কান ফুলে গেছে। কান দিয়ে রক্ত পড়েছিল, চিবুকের একটা পাশ চটচটে হয়ে আছে।

সমস্ত নগরীতে বারুদের তীব্র একটা গন্ধ।

তার মনে পড়ে যায়, পথে যখন সে বেরিয়েছিল তখন দেখছিল হাজার হাজার লোক। বাসাভাংগা আরশোলার মত ছুটাছুটি করেছে এবং নিঃশব্দে। কোথাও কোনো চিৎকার নেই, অথচ মনে হচ্ছিল বুকফাটা একটা চিৎকার থেকে থেকেই নগরীকে চিরে এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত বিদ্যুতের মত বয়ে যাচ্ছে।

কে যেন বলেছিল, আরিচা যেতে হলে বাস এখন একমাত্র যদি পাওয়া যায় মীরপুর ব্রীজের ওপার থেকে। এ পারে সব কিছু বন্ধ। তখন সে মীরপুরের দিকেই রওয়না দিয়েছিল।

তারপর বাধা পায় মীরপুরের কাছে। সৈন্যরা দাঁড়িয়ে আছে ব্রীজ পারাপার পথ জুড়ে। তারা লোক ধরে ধরে বলছে, শহরে ফিরে যাও, ভয়ের কিছু নেই, কিছু হয়নি, শহর ছেড়ে যেও না।

তবু তারা যেতে ইচ্ছুক, তাদের তারা জিজ্ঞাসবাদ করছিল। তার হাতে ছিল ছোট একটা সুটকেশ—সেটা এখন কোথায়? —সেটা তারা দেখেছিল। তারপর তার পকেট।

পকেটে ছিল খবরের কাগজ থেকে কাটা পতাকা সমেত কবিতার অংশ তোরা সব জয়ধ্বনি কর।

সৈনিকটি কাগজের কাটা টুকরো হাতে নিয়ে জিগ্যেস করেছিল তার নাম। নাম বলার সঙ্গে সঙ্গে সে লক্ষ্য করেছিল কাগজের সেই টুকরোতে কবিতার নিচে লেখা কাজী নজরুল ইসলাম।

তখুনি সে বন্দী হয়।

তখন সে বুঝতে পারেনি, কেন তাকে বন্দী করা হয়। এখন সে বুঝতে পারে। কিন্তু কিছুতেই মেলাতে পারে না যে এমন ভুলও কেউ কখনো করতে পারে।

BanglaBook.org

আসলে এখন সমস্ত কিছুই সম্ভবপরতার অন্তর্গত। রাতের অন্ধকারে তার এই চেনা নগরী এমন এক বিশ্বে পরিণত হয়েছে যেখানে কোনো কিছুই আর অসম্ভব নয়।

দরোজা খুলে যায়।

নতুন একজন অফিসার ঢোকে।

একে আগে দ্যাখেনি নজরুল। সে উঠে বসতে চায়, কিন্তু নীরবে, হাতের ইশারায় তাকে শুয়ে থাকতে বলে অফিসারটি।

একজন সৈনিক এসে একটি চেয়ার রেখে যায়। অফিসারটি চেয়ার টেনে তার চৌকির একেবারে কাছে এসে বসে। মুখে তার স্মিত হাসি। যেন পুরনো বন্ধু আড্ডা দিতে এসেছে।

ভয়ার্ত চোখে নজরুল তাকিয়ে থাকে তার দিকে। তারপর বলে, বিশ্বাস করুন, আমি কবি নজরুল ইসলাম নই। আপনারা খোঁজ নিলেই বুঝতে পারবেন যে এ হতেই পারে না। এ একটা ভয়ানক ভুল হয়েছে কোথাও। আমি তো ভাবতেও পারি না। তাছাড়া আসল নজরুলের বয়স এখন আমার চেয়ে অনেক বেশি। তিনি থাকেনও কলকাতায়। আর অনেক দিন থেকেই তাঁর মাথাটা খারাপ। আমি সে নজরুল ইসলাম নই।

অফিসারটি এই কথার ধারকাছ দিয়েও যায় না।

একি ! আপনাকে ওরা মেরেছে দেখছি।

চুপ করে থাকে নজরুল। তাকে মারা হয়েছে, এ কথা নিজে উচ্চারণ করলে নতুন কোনো অনর্থ হয় যদি।

ভীষণ মেরেছে দেখছি। কান দিয়ে রক্ত পড়েছে। অন্যায়। খুব অন্যায়। আপনার মত একজন মানুষকে—ছী ছি ছি।

অবিলম্বে অফিসারটি একজন সৈনিককে ডাকে।

এর হাত কড়া খুলে দাও।

হাত মুক্ত হয় তার।

আর এক বালতি পানি নিয়ে এসো।

মুহূর্তে পানি এসে যায়।

নিন, মুখটা ধুয়ে নিন।

মুখ ধোবার কোনো তাগিদ নজরুল বোধ করে না। তবে তার ভরসা হয়, ওরা হয়ত ভুলটা বুঝতে পেরেছে। হয়ত এবার সে মুক্তি পাবে।

সে জানতে চায়, আমার ছেলেমেয়েদের দেখতে পাব তো?

হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।

আমি জাফরগঞ্জে যেতে চাই।

আপনাকে পৌঁছে দেয়া হবে।।

কখন ?

যখন আপনি যেতে চান।

নিজের সৌভাগ্যে ক্ষণকালের অবিশ্বাস হয় তার। এত সহজে এরা তাকে চলে যেতে দেবে, এও কি সম্ভব?

BanglaBook.org

আমি —আমি এখন যেতে পারি?

হ্যাঁ, পারেন।

তাহলে —তাহলে—

ঘরের চারিদিকে তাকায় নজরুল। সে কি উঠে দাঁড়াবে? দাঁড়িয়ে, হেটে দরোজা পর্যন্ত গিয়ে, দরোজা খুলে বেরিয়ে যাবে?

বুঝতে না পেরে বসেই থাকে নজরুল। অফিসারটি কোনো ইঙ্গিত বা কোনো উচ্চরণ দিয়ে তাকে সাহায্য করে না।

অফিসারটি জানতে চায়, তার শরীর খুব ব্যথা করছে কি–না।

নজরুল মিথ্যে করে বলে, না, একটুখানি কেমন করছিল, এখন সেরে গেছে।

কোনো ওষুধ দেয় নি?

না।

ওষুধ দেয়া উচিত ছিল।

অফিসারটি দুঃখিত স্বরে বলে। নজরুল তার দিকে ব্যগ্র চোখে তাকিয়ে থাকে, অপেক্ষা করে কখন তাকে সে যেতে বলে। কিন্তু অফিসারটি তাকে কিছুই আর বলে না। কেন তাকে সে কিছু বলে না?

বাইরে হঠাৎ এক আর্ত চিৎকার শোনা যায়। যেন কারো গলায় কে একটা ভোঁতা ছুরি চালিয়ে দিয়েছে। চিৎকারটা থেমেও যায় হঠাৎ।

খুব উদ্বিগ্ন চোখে নজরুল তাকায় দরোজার দিকে। নিজের শুকনো ঠোঁট জিভে দিয়ে ভেজাবার ব্যর্থ চেষ্টা করে একবার।

অফিসারটি তখন শান্ত ধীর কণ্ঠে ব্যাখ্যা দেয়।

ও কিছু না। একটা লোক হাতেনাতে ধরা পড়েছে।

কি করেছিল?

ওয়ারলেসে সীমান্তের ওপারে খবর পাঠাচ্ছিল। এই সব লোকেরাই হচ্ছে দেশের আসল শত্রু। এদের ক্ষমা করা যায় না। কি বলেন ? অফিসারটি তার মতামত জানতে চায় বলে নজরুল অস্বস্তি বোধ করে। আবার এ কথাটাও তার মনে হয় যে তাকে অন্তত দেশের শত্রু বলে মনে করা হচ্ছে না।

তাহলে আমি যাব?

হ্যাঁ, যাবেন বৈকি। তবে, যাবার আগে ছোট্ট একটা দরকার আছে।

কি?

একটা কাগজে সই করতে হবে আপনাকে। ব্যস, তাহলেই সব চুকে গেল। আপনি যদি চান, আপনাকে আমরা পৌঁছেও দিতে পারি। কিম্বা আপনার পরিবারকে আনিয়ে দিতে পারি ঢাকায়।

আমি যেতেই চাই।

কোথায় ?

জাফরগঞ্জে।

BanglaBook.org

জাফরগঞ্জ কোথায়?

আরিচা। আরিচা থেকে কয়েক মাইল পশ্চিমে।

কেন, ঢাকায় ওদের আনিয়ে দিতে পারি।

অনেক দিন জফরগঞ্জে যাইনি। তাই একবার যেতে চাই।

অফিসাটি স্মিত মুখে কোমল কণ্ঠে তখন বলে , আসলে আপনি ঢাকায় আর থাকতে চাইছেন না। তাই নয়?

না, তা নয়। দেখুন, ঢাকায় আমি সেই ৪৮ সাল থেকেই আছি। ঢাকাকে আমি খুব পছন্দ করি। ঢাকা থেকে বাইরে গিয়ে কোথাও আমি শান্তি পাই না। আপনি বিশ্বাস করুন।

আপনি ঢাকায় থাকতে চাইছেন না।

চাই , আমি চাই ঢাকায় থাকতে।

তাহলে যেতে চাইছেন কেন?

স্ত্রী , ছেলেমেয়ে, এদের দেখিনি, তাই।

ওরা তো একমাসও হয়নি গিয়েছে।

তা ঠিক।

আপনি চাইলে ওদের এখানে এনে দিতে পারি।

পারেন।

তাহলে ঢাকা ছেড়ে যাবার দরকার কি?

না, তেমন দরকার আর কি?

নাকি, আপনার ধারণা, সেনাবাহিনী ঢাকার সবাইকে মেরে ফেলবে?

না, তা নয়। আমি তা ভাবছি না।

কি ভাবছেন তাহলে?

চট করে কোনো উত্তর দিতে পারে না নজরুল। শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। যখন টের পায় যে অফিসারটি সরু নিস্পন্দ চোখে তাকিয়ে আছে তার দিকে তখন সে চমকে উঠে চোখ ফিরিয়ে নেয়।

কি ভাবছেন, আমাকে বলতে চান না?

তা নয়।

কি ভাবছেন, আমাকে বলা যায় না?

তা নয়।

আমাকে বলা যায় না, নয় কি?

না, মেটেই না।

আসলে , আপনি আমাকে বিশ্বাস করতে পারছেন না। অথচ, আপনি যাতে মুক্তি পান সে চেষ্টাই আমি করছি? কেন করছি? এই জন্যে করছি যে কবিদের আমি শ্রদ্ধা করি।

কিন্তু আমি তো কবি নই।

BanglaBook.org

আমরা জানি, আপনি কবি।আচ্ছা, আপনি যে কবি এটা অস্বীকার করা উচিত হচ্ছে আপনার? আপনাকে কেনা চেনে? আপনার কবিতা কাগজের প্রথম পাতায় ছাপা হয়। হয় না?

আমি সে লোক নই।

আপনিই সেই লোক। সত্যকে গোপন করা কবির পক্ষে শোভা পায় না।

সত্য আমি গোপন করছি না।

করছেন না?

না।

ভেবেছিলাম, আপনার কবিতার মত আপনিও সাহসী।

ও কবিতা আমার নয়।

ভেবেছিলাম, অন্তত একজন বাঙ্গালী আছে যে সত্য কথা বলতে ভয় পায় না।

আমি সত্যি কথাই বলছি।

ঠিক এই সময়ে একজন সৈনিক এসে একটা দফতর দিয়ে যায় অফিসারটির হাতে। তার ভেতর থেকে লম্বা একটা কাগজ বেরিয়ে আসে অবিলম্বে। পকেট থেকে বেরোয় কলম।

নিন, এখানে একটা দস্তখত করুন।

কি এটা?

বিবৃতি। আপনার জবানিতে একটা বিবৃতি। দস্তখত করুন।

তার হাতে কলম গুঁজে দেয় অফিসারটি। বলে, দস্তখত করলেই মুক্তি। আপনি জাফরগঞ্জে যেতে চাইলেও আমরা তাতে আপত্তি করব না। আমরাই বরং আপনাকে পৌঁছে দেব।

নজরুল দেখতে পায় কাগজের মাথাতেই লেখা রয়েছে—

আমি, কাজী নজরুল ইসলাম দ্বিধাহীন কণ্ঠে ঘোষণা করছি যে বাঙ্গালীর দেশদ্রোহীতায় আমি ক্ষুব্ধ এবং মর্মাহত।

হঠাৎ আরেকটা লাইন চোখে পড়ে নজরুলের—

বাঙ্গালী অস্ত্র সংবরণ করো। দেশপ্রেমিক সেনাবাহিনীর সঙ্গে সহায়তা করো সর্বশক্তি দিয়ে। চাঁদ-তারা খচিত পতাকা তুলে ধরো এবং বুক দিয়ে তা রক্ষা করো।

নজরুল হঠাৎ চোখ তুলে আন্তরিকভাবেই জানতে চায়, আমার কথা ওরা শুনবে না?

কেন শুনবে না? আপনার মত একজন কবির কথা ওরা শুনবে না?

আমি তো নজরুল ইসলাম নই। মানে, আমি সেই কবি নজরুল ইসলাম নই।

আপনি তাহলে দস্তখত দিতে চান না?

কবি নজরুল ইসলাম হলে দিতাম।

বেশ, ভাল কথা।

মুহূর্তে তার হাত থেকে কাগজ কলম ছিনিয়ে নেয় অফিসারটি। কোনো কথা না বলে, চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়ায় সে, অথচ তার চোখে-মুখে ক্রোধের কোনো চিহ্ন দেখা যায় না।

BanglaBook.org

অফিসারটি স্মিত মুখেই ঘর থেকে চলে যায়। পেছনে নিঃশব্দে বন্ধ হয়ে যায় দরোজা। আবার সেই বাদামি আলোর অস্বাভাবিকতার ভেতর ডুবে যায় সারাটা ঘর।

৫

কতক্ষণ কেটে যায় সে বলতে পারবে না। এক ঘন্টা? দু ঘন্টা? একটা রাত? তারপর আরো একটা দিন? অথবা একটি সপ্তাহ?

সময়ের কোনো বোধ আর তার নেই।

ঘুমিয়ে পড়েছিল, অথবা মাথার ভেতরে অসহ্য যন্ত্রণায়, দেহের ভেতরে বিশ্বাগ্রাসী ক্ষুধায় সে হয়ত অচৈতন্য হয়ে পড়েছিল—হঠাৎ কেমন সব পরিষ্কার হয়ে যায়। যন্ত্রণা বোধ হয় না, ক্ষুধা বোধ হয় না; হঠাৎ তার শরীর খুব স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে যায়।

চোখ মেলে সে ঘরের ছাদ দেখতে পায়। ছাদে সরু একটা ফাটলের দাগ পর্যন্ত স্পষ্ট দেখতে পায় সে। তখন টের পায় তীব্র সেই বাতিটা ঘরের ভেতর এখনো জ্বলছে।

হাতে এখন হাতকড়া নেই। ওরা আর পরিয়ে দিয়ে যায়নি। সহজেই উঠে বসতে পারে সে। কিন্তু ওঠে না। চিৎ হয়ে শুয়ে থাকে।

হঠাৎ একটি প্রশ্ন তার মনে উদিত হয়, যেমন করে পাখি হঠাৎ বাসা ছেড়ে আকাশে ওঠে।

কবি নজরুল ইসলাম কি সত্যি সত্যি তখন ঐ কাগজে দস্তখত দিতে পারতেন? বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম?— যার নামের সঙ্গে মিলিয়ে তার নাম রেখেছিলেন তার বাবা কাজী সাইফুল ইসলাম?

কবি নজরুলের লীলায়িত স্বাক্ষর, যেটা সে বহুবার বহু বইয়ে দেখেছে, জ্বলজ্বল করে ওঠে তার চোখের সম্মুখে।

ঐ স্বাক্ষর কি সে কল্পনা করতে পারে ইংরেজীতে টাইপ করা ঐ বিবৃতির তলায়?

উঠে বসে নজরুল।

তখন হঠাৎ পাক দিয়ে ওঠে মাথাটা, টনটন করে ওঠে পিঠ। অস্ফুট আর্তনাদ করে সে পড়ে যায় বিছানার ওপর।

নজরুল।

নজরুল ইসলাম।

কাজী নজরুল ইসলাম।

বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম।

বিদ্রোহী নজরুল।

নজরুল।

শুধু নজরুল এই অক্ষরগুলো বিশাল হয়ে, আলোয় উৎকীর্ণ হয়ে তার চোখের পাতার সমস্ত অন্ধকার উদ্ভাসিত করে থাকে।

আচ্ছা, কবিতা লেখে কি করে?

BanglaBook.org

নতুন একটা প্রশ্ন ভোরের আলোর মত ধীরে ধীরে তার চেতনার ভেতরে ছড়িয়ে পড়ে।

ক–বি–তা।

কি করে কেউ কবিতা লেখে?

তার বাবা যখন নাম মিলেয়ে নাম রাখেন, তখন কি তিনি চেয়েছিলেন তার ছেলেও কবি হোক? কবিতা লিখুক?

কি করে কবিতা লেখে কেউ?

অক্ষরের পর অক্ষর সাজিয়ে, কথার সঙ্গে কথার মিল দিয়ে, ছন্দে গাঁথা পংক্তির পর পংক্তি বসিয়ে?

নজরুলের মাথার ভেতরে ফেটে পড়ে খবর কাগজ থেকে কেটে রাখা সেই পংক্তিগুলো।

তো–রা–স–ব–জ–য়–ধ্ব–নি–ক–র।

তোরা সব জয়ধ্বনি কর।

তোরা সব জয়ধ্বনি কর।

এবারে সম্পূর্ণ উঠে বসে নজরুল।

ঐ নূতনের কেতন ওড়ে কালবোশেখীর ঝড়।

ক–বি–তা।

অক্ষরের পর অক্ষর।

কথার পিঠে কথা।

পংক্তির পাশে পংক্তি।

দড়াম করে দরোজাটা খুলে যায়।

অতর্কিত তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে খাকি পোষাক পরা দুটি লোক। কিল ঘুষি এবং লাথি শুরু হয়ে যায় দমকা ঝড়ের মত। কতক্ষণ চলে, সে বলতে পারবে না। সব কিছুর মতই এ ঘটনাও শেষ হয়ে যায় এক সময়ে। লোক দুটো তাকে মেঝের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে যায়। সে সংজ্ঞা হারায় না।

তার উঠে দাঁড়াবার ইচ্ছে হয় না।

বদলে, সে লক্ষ করে, সে নিজেই অচেনা হয়ে উঠেছে তার নিজের কাছে। তার এক ধরনের হাসি পাচ্ছে। ওরা যে কি মারাত্মক একটা ভুল করেছে তাকে নিয়ে, তার পিতৃদত্ত নামটা নিয়ে, ভেবে তার হাসি পাচ্ছে।

মগজের প্রতিটি কোষের ভেতরে অট্টহাসি চলতে থাকে তার।

সেই অট্টহাসি তার চেতনা লুপ্ত করে দিয়ে যায় এখন।

যখন জেগে ওঠে, সালেহার কথা তার মনে পড়ে।

৬

স্পষ্ট সে সালেহার মুখ দেখতে পায়। দেয়ালের সঙ্গে সাঁটা যেন সে মুখ, সেই শ্যামল রঙ, সেই

BanglaBook.org

কালো চোখ, চিবুকের সেই টোল—সব মিলেয়ে সেই সালেহা।

সালেহার জন্যে অনেকদিন তার মন কেমন করেছে।

সালেহার বাবা ছিলেন গানের মাস্টার। বর্ধমান থেকে আসবার পর, ঢাকায় বাড়ি বাড়ি গিয়ে তিনি গান শেখাতেন।

নজরুলের সঙ্গে পড়ত একটা ছেলে। সে শিখত গান। তার বাড়িতে রোজ বিকেলে আসতেন সালেহার বাবা। হাতের ছাতা বন্ধ করে, অতি সন্তর্পনে সেটাকে তিনি দাঁড় করিয়ে রাখতেন ঘরের কোণে। তারপর, প্রায় হাস্যকর একটা ভঙ্গীতে লাফ দিয়ে চৌকির ওপর বসতেন তিনি। বসতেন হারমোনিয়ামের উল্টো দিকে।

আলাউদ্দিন ছিল তাঁর নাম। হাঁটতেন ধীরে ধীরে, যে কোনো কাজ করতেন সন্তর্পনে—যেন কাচের ঠুনকো বাসন নাড়াচাড়া করছেন, কিন্তু হারমোনিয়ামের পাশে বসলেই রাজ্যের দ্রুততা তাঁকে ভর করত।

কি হলো সামাদ মিয়া? এসো দিকিনি। এসো, এসো, চটপট ধরো।

চোখ বুঁজে ঘাড় কাৎ করে তিনি সরগম দেখিয়ে দিতেন। একটু ভুল হলেই তেড়ে উঠতেন। তখন বিশ্বাসই হতো না যে অন্য সময়ে এই মানুষটি কি শান্ত।

তারপর, রোজ বিদায় নেবার আগে, শখ করে একটা দুটো গান নিজেই গাইতেন আলাউদ্দিন সাহেব। একটা গান নজরুল অনেকদিন পর্যন্ত ভুলতে পারেনি। 'বসিয়া বিজনে কেন একা মনে পানিয়া ভরণে চল লো গোরি।' ঐ শেষ শব্দটি গাইবার সময় আলাউদ্দিন সাহেবের কণ্ঠে যে গভীর অনুনয় ঝরে পড়ত, তা একেবারে মর্মমূল পর্যন্ত স্পর্শ করে যেত।

একদিন সামাদ বলেছিল নজরুলকে, চল, স্যারকে দেখে আসি। খুব অসুখ।

সেই প্রথম দেখা সালেহার সঙ্গে। সে তখন কিশোরী। দেখেই নজরুলের মনে হয়েছিল, এই সেই গোরি সখিরা যাকে অনুরোধ করে পানি আনতে নদীতে যাবার জন্যে।

নজরুল সামাদকে লুকিয়ে, পরে, আলাউদ্দিন সাহেবের বাসায় যেতে শুরু করে। একমাত্র আকর্ষণ ছিল সালেহা। এমনকি, নজরুল গানও শিখতে চায়। গান শেখার সূত্র ধরেই বেশ কয়েক বছর সে যাতায়াত করে আলাউদ্দিন সাহেবের বাড়িতে।

এখনো মনে আছে, একদিন নজরুল গিয়ে বসেছিল; আলাউদ্দিন সাহেব তখনো ফেরেননি। সালেহা বলছিল নজরুলকে, আপনার গলায় তো গান আসে না, তবু শেখেন কেন? বাবার না হয় টাকার দরকার, তাই মুখ ফুটে আপনাকে বলেন না। কিন্তু আপনার নিজের কি একজোড়া কানও খোদাতালা আপনাকে দেননি?

সেই থেকে, সেই দিন থেকে, গান ছেড়ে দিয়েছিল নজরুল।

সালেহার বিয়ের সময় কার্ড দিতে এসেছিলেন আলাউদ্দিন সাহেব। কার্ডখানা হাতে নেবার সঙ্গে সঙ্গে বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠেছিল তার। আর সেদিনই সে বুঝেছিল, সালেহাকে সে ভালবাসত।

নজরুলের সেই প্রথম। বলতে গেলে একমাত্র।

সে এখন উঠে বসে।

BanglaBook.org

তার চারদিকে প্রস্রাবের গন্ধ থমথম করছে। ঘরের কোণে বালতিটা প্রায় ভরে গেছে। তবু ওরা সরিয়ে নেয়নি।

বমি করবার জন্যে ঝাঁকুনি দিয়ে ওঠে তার সারা শরীর। পাকস্থলীর ভেতর তীব্র একটা আক্ষেপ শুরু হয়ে যায়। কিন্তু বমি হয় না। কপালে ঘাম ফুটে ওঠে মুহূর্তে। পিপাসায় সে নিজের ঘামে আঙুল ভিজিয়ে চুষতে থাকে।

তবু সে পিপাসা যায় না।

তখন মাতালের মত টলতে টলতে বন্ধ দরোজার কাছে গিয়ে আঘাতের পর আঘাত সে করতে থাকে। তার নিজের স্বরই তাকে চমকে দেয়। এ কার কণ্ঠস্বর? এই ক্ষীণ, শুষ্ক কিন্তু বিভৎস স্বর?—যেন একটা পাতলা কাপড় ফালি ফালি হয়ে যাচ্ছে নির্মম টানে।

দরোজা কেউ খোলে না। সে দরোজা ধরে বসে পড়ে। একবার ভাববার চেষ্টা করে। কতদিন কত ঘন্টা সে এই কামরার ভেতরে বন্দী হয়ে আছে; কিন্তু কোনো হদিশ পায় না। মাথার ভেতরে তীব্র এক যন্ত্রণা শুধু ফেটে পড়ে।

মানুষ ক–বি–তা লেখে কি করে?

সালেহাকে নিয়ে কবিতা লেখা যায়?—যে সালেহাকে কোনোদিন সে বলতে পারেনি তার ভালবাসার কথা। যখন বলা যেত; তখন সে অন্য কারো ঘর করতে যাচ্ছে।

এই বেদনাকে একটি কবিতায় রূপ দেবার মত শক্তি আছে কি সওদাগরি আপিসের সাধারণ একজন কর্মচারী, বর্ধমানের রিফিউজি কাজী নজরুল ইসলামের?

দারুণ প্রস্রাব বোধ হয় তার। কিন্তু অনেকক্ষণ চেষ্টা করেও এক ফোঁটা বেরোয় না।

দরোজা খুলে যায়।

দুজন খাকি এসে ঘরে ঢোকে। দুজন দুদিক থেকে তাকে ধরে পায়ের ওপর দাঁড় করিয়ে দেয়। তারপর তাকে টানতে টানতে ঘরের বাইরে নিয়ে যায় তারা। নতুন একটা ঘরে এনে ঢোকায়।

ঘরের মাঝখানে একটা চেয়ার।

তার ওপরে বসিয়ে দেয়া হয় তাকে। অবিলম্বে আরো একজন খাকি এসে ঢোকে।

নতুন খাকি ব্যস্ত সমস্ত হয়ে একটা চেয়ার টেনে বসে এবং জানতে চায় নজরুলের কোনো অসুবিধে হচ্ছে কি–না।

সে শুধু উচ্চারণ করতে পারে, 'পানি, পানি।'

ইশারা পেয়ে ঝকঝকে গেলাশ নিয়ে আসে কেউ। কাচের ভেতর টলটল করছে পরিষ্কার পানি। কাচের গায়ে ছোট ছোট বুদবুদ স্থির হয়ে আছে। নজরুলের মুখের সামনে গেলাশটা ধরতেই সে চুমুক দেবার জন্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে। কিন্তু পেছন থেকে কেউ তাকে ধরে রাখে শক্ত হাতে। সে এক ঢোঁক খাবার পরই গেলাশটা বিদ্যুতের বেগে সরিয়ে নেয়া হয়।

তখন নতুন খাকি প্রশ্ন করে, মত পালটেছেন? দস্তখত দেবেন?

দস্তখত?

হ্যাঁ, দস্তখত। এই বিবৃতিতে।

বিবৃতি?

BanglaBook.org

তার চোখের সমুখে কাগজটা ধরতেই সব মনে পড়ে যায় নজরুলের।

আমি নজরুল ইসলাম নই।

আপনি মিথ্যেবাদী।

আপনাদের ভুল। আমি সে লোক নই।

মিথ্যেবাদী।

সত্যি। আমি নই।

বুকের ওপর প্রচণ্ড একটা ঘুঁষি পড়ে তার।

এখনো আপনি বলছেন, নজরুল ইসলাম আপনি নন?

না। আমি নই।

নজরুল জানে না কি করে এদের সে বোঝাবে। কিন্তু ওদের কথাতে সায় দিয়ে, বিবৃতিতে নিজেকে কবি নজরুল ইসলাম পরিচয় দিয়ে দস্তখত করে মুক্তি সে সহজেই পেতে পারে। তবু সে কেন দস্তখত করছে না? ভেতর থেকে কে তাকে নিষেধ করছে? কে তাকে এই অত্যাচার সহ্য করবার ভয়াবহ শক্তি জোগাচ্ছে?

হঠাৎ সমস্ত কিছু স্বাভাবিক বলে মনে হতে থাকে নজরুলের। সে যে অনাহারে রয়েছে কতদিন, বলতে পারবে না; মনে হয় কোনো ক্ষুধাই তার নেই। সে যে মারের পর মার খেয়ে চলেছে, মনে হয় শরীর তার সম্পূর্ণ স্বচ্ছন্দ রয়েছে।

প্রশ্নকর্তা সিগারেট ধরায়। নজরুলের মুখের ওপর গলগল করে ধোঁয়া ছাড়ে সে। স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। নজরুলও লোকটার চোখ থেকে চোখ ফেরাতে পারে না। যেন দুজনেই নীরব একটা প্রতিদ্বন্দ্বীতায় হঠাৎ বাঁধা পড়ে গেছে।

বহুদূর থেকে শোনা মেঘ গর্জনের মত সড়কের ওপর দিয়ে একটা সারিবদ্ধ শব্দ গড়িয়ে যায়। ঘরের সার্সি থরথর করে ওঠে।

হঠাৎ প্রশ্ন শুরু হয়।

বাঙ্গালীকে বিদ্রোহের প্ররোচনা আপনি দেননি?

কোনো উত্তর দেয় না নজরুল।

স্বাধীন হবার জন্যে বাঙ্গালীকে অস্ত্র ধরতে বলেননি?

নজরুল নির্বিকার তাকিয়ে থাকে। নিজেই সে অবাক হয়ে যায় নিজের এ নীরবতা দেখে। তার ভেতরে বসে দ্বিতীয় কোনো নজরুল যেন তার প্রতিক্রিয়াগুলো নিয়ন্ত্রিত করছে। তার দায়িত্ব শুধু ভেতরের সেই দুর্জয় মানুষটির নির্দেশ পালন করে যাওয়া।

বাঙ্গালীর জন্যে যুদ্ধের গান আপনি লেখেননি?

সম্মোহিতের মত বসে থাকে নজরুল। কোনো উত্তর দেয় না।

আপনি নজরুল ইসলাম নন?

না।

না?

মাংস পোড়ার তীব্র দুর্গন্ধে ঘরের বাতাস বিদীর্ণ হয়ে যায়। নজরুলের হাত ঠেসে ধরে তার ওপর জ্বলন্ত সিগারেট নেভায় প্রশ্নকর্তা। তারপর চেয়ারে গিয়ে বসে। চোখে কি ইশারা কার সে

BanglaBook.org

দুজনকে, সেই দুজন নজরুলের চুল মুঠো করে ধরে সমুলে তুলে আনে মুহূর্তেই। আবার এবং আবার এবং আবার।

কিছুক্ষণের জন্যে চোখের সমুখে সব কিছু অন্ধকার হয়ে যায় নজরুলের। আবার যখন আলো ফিরে আসে, তখন প্রশ্নকর্তার মুখ স্বাভাবিকের চেয়ে দ্বিগুণ বড় দেখায়। নজরুল টের পায়, প্রশ্নকর্তা তার মুখের অতি কাছে মুখ এনে দাঁড়িয়ে আছে। সে মুখে কৌতুকের আলো খেলা করে।

আপনি যখন স্ত্রীর কাছে ফিরে যাবেন, সে আপনাকে চিনতে পারবে তো?

ছেঁড়া কয়েকটা চুল নজরুলের মুখের ওপর সর সর করে ওঠে।

হয়ত স্ত্রীর সঙ্গে আপনার দেখা না হওয়াই ভাল। কি বলেন?

চমকে ওঠে নজরুল। স্ত্রীর কথা একেবারেই ভুলে গিয়েছিল সে।

প্রশ্নকর্তার দৃষ্টি এড়ায় না তার এই বিচলিত ভাবটি।

আর আপনার ছেলেমেয়ে? এ চেহারা দেখিয়ে তাদের কচি মনে চিরকালের একটা কালো দাগ কেটে দিতে চান? তার চেয়ে এই তো ভাল যে আপনি মরে গেলেন, ওদের আর দেখতে হলো না এ মুখ।

এতক্ষণে টনটন করে ওঠে নজরুলের সমস্ত বাঁ হাত, যে হাতে সিগারেটের আগুনে পোড়া জায়গাটা ছাই ঢেকে রয়েছে।

বেশতো, মরতেই যখন চান, মরতেই আপনাকে দেয়া হবে। তবে বীরের মৃত্যু সেটা হবে না। বাঙ্গালী আপনাকে বীর বলবে না। বলবে, কবি নজরুল ইসলাম দেশকে বিপথে নিয়ে যেতে চেয়েছিল। বলবে, মানুষকে মিথ্যে আশা দিয়ে সে ঠকিয়েছিল। বলবে, কবি নজরুল ঘৃণ্য, জঘন্য এক বিশ্বাসঘাতক, কবি নজরুল একজন দেশদ্রোহী।

না। তারা বলবে, তিনি বিদ্রোহী।

প্রশ্নকর্তা যে অবাক হয় তা স্পষ্ট বোঝা যায়।

আপনি তবে নিজেই স্বীকার করছেন, আপনি বিদ্রোহী?

আমি নই। নজরুল।

আপনি নজরুল নন?

না, না, না,। কতবার বলব, আমি কবি নজরুল নই।

চিৎকার করে উঠেছিল নজরুল। সঙ্গে সঙ্গে তার মুখ চেপে ধরে ওরা। তারপর কতক্ষণ পর্যন্ত যে ঘুষি এবং লাথি অবিশ্রান্ত পড়তে থাকে সে বলতে পারবে না।

জ্ঞান যখন ফিরে আসে প্রশ্নকর্তা আবার তাকে সেই একই প্রশ্ন করে।

আপনি কবি নজরুল নন?

না।

আবার তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ওরা। আবার সে সংজ্ঞা হারায়। আবার তার সংজ্ঞা ফিরে আসে। আবার তাকে একই প্রশ্ন করা হয়। আবার সে একই উত্তর দেয়। আবার তারা ঝাঁপিয়ে পড়ে তার ওপর।

BanglaBook.org

৭

বাইরে এখন রাত না দিন? —সংজ্ঞা হারতে হারাতে একবার এই নির্দোষ প্রশ্নটি তার মনে উদিত হয়। আসলে, তার দেহ এবং আত্মার ভেতরে এমন এক দূরত্ব রচিত হয়ে গেছে যে, এখন তারা স্বতন্ত্র এবং সম্পর্ক বিহীন।

আবার সে জেগে ওঠে।

নিজেকে সে দেখতে পায় চেয়ারের উপর আসীন। যেন সেলুনে দাড়ি কামাতে বসেছে।

আপনি যা বলছেন, সত্যি বলছেন?

হ্যাঁ, আমি সত্যি বলছি।

তার নিজের কাছেই মনে হয়, সে যেন একটা বালতির ভেতর মুখ রেখে কথা বলছে।

আপনি মিথ্যে বলেন না?

আমি বলিনি।

প্রশ্নকর্তাকে সে ভাল করে দেখতে পায় না। দেখার কোনো প্রয়োজনও বোধ করে না। আগের যে কেউ হতে পারে, যে এখন তার সমুখে দাঁড়িয়ে আছে। সে চোখ বুঁজে জবাব দিয়ে যায়।

নজরুল ইসলাম কে?

আমি।

আপনি কবিতা লেখেন?

না।

পঁচিশে মার্চ খবর কাগজে প্রথম পাতায় যে কবিতা বেরোয়, সে কার কবিতা?

নজরুল ইসলামের।

আপনার?

না, আমার নয়।

পঁচিশে মার্চ খবর কাগজ পেয়েছিলেন?

হ্যাঁ।

কবিতাটি কেটে রেখেছিলেন?

কেটে রাখার কারণ?

জানি না।

আপনার নিজের লেখা বলে নয় কি?

আমার লেখা নয়।

কবিতার লাইনগুলো মনে আছে?

সবগুলো নেই।

কটা লাইন মনে আছে?

BanglaBook.org

বলতে পারছি না।

চেষ্টা করুন।

তোরা সব জয়ধ্বনি কর—ঐ নূতনের কেতন ওড়ে কালবোশেখীর ঝড়—তারপর—পানিয়া ভরনে চল লো গো গোরি—না, এটা একটা গানের কথা—না, কবিতার লাইন আর মনে নাই।

আচ্ছা, মনে না থাক, পঁচিশে মার্চ দিনটার কথা মনে আছে?

নজরুল চুপ করে থাকে।

সারাদিন ঐদিনে কি করেছিলেন মনে আছে?

নজরুলের এক প্রকার ধারণা হয়, এ প্রশ্ন আগেও তাকে কে কবে যেন করেছিল; সে উত্তর দিয়েছিল; তার তখন ধারণা ছিল উত্তর দিলেই মুক্তি পাবে সে।

সকালে উঠে কি করলেন?

এখন সকাল?

এখনকার কথা নয়। পঁচিশে মার্চের কথা। সকালে উঠে আপনি কি করলেন?

খবর কাগজ পড়ি

তারপর?

কবিতাটা পড়ি।

তারপর?

বাজার করতে বেরোই। না, বাজার করি অন্য দিন। সেদিন নয়।

তারপর?

কবিতাটা কেটে পকেটে রাখি।

তারপর?

বশীর সাহেব চা খাওয়ালেন।

নিচের তলায়?

হ্যাঁ।

নিজে চা বানান নি?

কি জানি, মনে পড়ছে না।

উত্তর তো চটপট দিচ্ছেন।

উত্তর দিলে ছেড়ে দেবেন না আমাকে?

আপনি মুক্তি পেতে চান?

বিবৃতিতে সই করতে বলবেন না।

কেন?

আমি নজরুল ইসলাম নই।

আচ্ছা, বশীর সাহেব আপনাকে চা খাওয়ালেন। তিনি কিছু বললেন?

কিছুই বলেননি।

কিছুই না?

বললেও মনে নেই। হয়ত বলেছেন।

BanglaBook.org

মনে করে দেখুন।
আমি খুব ক্ষুধার্ত।
বশীর সাহেব কি বললেন?
অসহ্য ব্যথা করছে।
বশীর সাহেবের সঙ্গে কি কথা হলো?
বশীর সাহেব বললেন, আমরা এবার স্বাধীনতা পাচ্ছি। ইয়াহিয়া ক্ষমতা দিয়ে চলে যাচ্ছে।
একটা চড় এসে পড়ল তার গালে। অবাক হয়ে চোখ খোলে সে। প্রশ্নের উত্তর গুলো সে ঠিক দিচ্ছে না? তবে তাকে মারা হলো কেন?
ইয়াহিয়া আপনার বন্ধু নন, এ দেশের প্রেসিডেন্ট।
নজরুল বুঝতে পারে চড় মারার কারণ। বুঝতে পেরে আবার চোখ বোঁজে।
বশীর সাহেব জয় বাংলার নিশান নিয়ে কিছু বললেন?
জয় বাংলার নিশান?
হ্যাঁ, যে নিশান নিয়ে আপনি কবিতা লেখেন।
আমি কবিতা লিখেছিলাম?
বশীর সাহেব কি বললেন?
মনে পড়ছে না।
চেষ্টা করে দেখুন।
বশীর সাহেব নিশানটা বাইরে থেকে কেনেননি। বাড়িতেই সেলাই করে বানিয়েছিলেন।
প্রশ্নের উত্তর দিন।
আমি চেষ্টা করছি।
বাসা থেকে বেরুলেন কখন?
সকালে।
কোথায় গেলেন?
সদরঘাটে।
কি করতে?
ভাত খেতে।
কোথায়?
একটা হোটেলে। নৌকার ওপর হোটেল।
হিন্দু হোটেল?
আমি খুব ক্ষুধার্ত।
আপনি সেখানে ভাত খেলেন?
আমাকে কিছু খেতে দিন।
উত্তর দিলেই খেতে দেব আপনাকে।
একটা কিছু খেতে দিন। আমাকে আপনারা একটা কিছু খেতে দিন।
সত্যি কথা বলুন।

BanglaBook.org

আমি সত্যি কথাই বলছি।

মিথ্যে। মিথ্যে বলছেন আপনি।

সত্যি আমার খুব ক্ষিদে পেয়েছে।

সত্যি কথা বলুন। চালাকি নয়।

চালাকি করছি না।

তাহলে এতক্ষণ সব মিথ্যে কথা বলছেন কেন?

মিথ্যে কথা নয়।

আপনার আগের উত্তরের সঙ্গে মিলছে না।

চিৎকার করে ওঠে নজরুল। হঠাৎ সে লাফিয়ে ওঠে চেয়ার থেকে, কিন্তু পায়ের ওপর দাঁড়াবার মত শক্তি পায় না। পড়ে যায় মেঝের ওপর। সেখানে একটা পশুর মত চার হাত পায়ের ওপর ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করতে করতে চিৎকার করে ওঠে নজরুল।

আমাকে আপনার মেরে ফেলুন। আমাকে মেরে ফেলুন।

৮

কিন্তু জ্ঞান সে হারায় না। নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে দুফোঁটা প্রস্রাব হয়ে যায় তার। সে পরিষ্কার দুচোখে দেখতে পায়, ঘরের ভিতরে তিন জোড়া চোখ তার দিকে নির্নিমেষ তাকিয়ে আছে।

পঁচিশে মার্চ আপনি যাননি বাঙ্গালীদের ঘাঁটিতে?

না , তাঁদের ঘাঁটি আমি চিনিনা।

আপনি তাদের বলেননি, ঐ রাতেই আক্রমন করতে হবে?

না।

কিম্বা দেশদ্রোহীদের কেউ আপনাকে সাবধান করে দেয়নি যে ঐ রাতেই আক্রমণ করা হবে সেনাবাহিনীকে ?

কারো সঙ্গে আমার আলাপ নেই।

ওদের সর্দার কারা?

জানি না।

তাদের ঠিকানা কি?

জানি না।

কিন্তু আমরা জানি, আপনি তাদের বেশ ভাল করেই জানেন।

আপনারা ভুল করছেন।

ভুল আপনি করছেন। আপনিই ডেকে আনছেন আপনার মৃত্যু। আপনি কবি বলেই এখনো আমরা সম্মান করছি, সময় দিচ্ছি। বলুন,

আপনি তাদের চেনেন না?

BanglaBook.org

বলেছি—না।

বেশ, নাই বা স্বীকার করলেন। সর্দার কারা আমরা জানি।আপনি তাদের আত্মসমর্পণ করতে বলুন। জনসাধারণকে জানিয়ে দিন যে তাদের ভবিষ্যত নিয়ে ওরা ছিনিমিনি খেলছে। এই বিবৃতিতে দস্তখত করুন। আর কিছু আপনাকে করতে হবে না।

নজরুল চুপ করে থাকে।

দস্তখত করুন।

আমি কবি নজরুল ইসলাম নই।

তাহলে শুধু নজরুল ইসলাম বলেই দস্তখত দিন।

নজরুল তখন হাত বাড়ায়। একটা কলম পৌঁছায় তার হাতে।

কাগজটা কেউ মেলে ধরে তার সমুখে।

আমাকে তাহলে ছেড়ে দেবেন?

হ্যাঁ দেব।

আমি জাফরগঞ্জে যেতে পারব?

আপানাকে পৌঁছে দেব?

ছেলেমেয়েকে দেখতে পাবো?

হ্যাঁ, দেখতে পাবেন।

কলমটা তখন কাগজের ওপর ছোঁয়ায় নজরুল। হঠাৎ তার ভেতর থেকে দ্বিতীয় কেউ যেন ভীষণ কম্পন তোলে তার হাতে। কলমটা স্থির ধরে রাখা সম্ভব হয় না। সেই দ্বিতীয় ব্যক্তিটি ভেতর থেকে ফিসফিস করে তাকে বলে, যখনই সে নজরুল ইসলাম লিখবে তখনি সেটা হয়ে যাবে কবির নাম।

একবার সে তাকায় তার চারদিকে স্থির মুখগুলোর ওপর।

নজরুলের হাত থেকে কলমটা পড়ে যায়। অব্যক্ত একটা চিৎকার করে সে তখন সংজ্ঞা হারায়।

তারপর চোখে মুখে পানির ছিটে পেয়ে সে জেগে ওঠে। তার জিহ্বা সাপের মত বেরিয়ে এসে সেই পানি সন্ধান করে। জিহ্বায় পানি ছুঁয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে তৃষ্ণাটা বিরাট এক পাখির মত তার বক্ষঃস্থল ভেদ করে ঘরের ভেতরে ডানা ঝাপটাতে থাকে।

দস্তখত দেবেন?

কথা গুল কানে পশে না তার।

দেবেন দস্তখত?

তখন সে মাথা নেড়ে জানায়—নিঃশব্দে—না।

নজরুল আবার জিভ দিয়ে গালের পানি চাটতে চায়।

পানি খাবেন?

মাথা নেড়ে সে জানায়—হ্যাঁ।

তখন একটা লম্বা পাইপ টেনে আনা হয় ঘরের ভেতরে। তাকে কয়েকজন মিলে ঠেসে চিৎ করে ধরে রাখে মেঝের ওপর। একজন মুখের ভেতরে গুঁজে দেয় পাইপ।

BanglaBook.org

নিঃসাড় পড়ে থাকে নজরুল। যেন সে একটা নাটকের মহড়া দিচ্ছে। অপেক্ষা করে সে মুখের ভেতরে পাইপ নিয়ে।

হঠাৎ পানির তোড় শুরু হয়ে যায়। প্রবলবেগে পানি আসতে থাকে পাইপ দিয়ে। ভরে যায় তার মুখ, নামতে থাকে গলা দিয়ে। প্রাণপণে সে মুখ থেকে পাইপটা ফেলে দেবার চেষ্টা করে। কিন্তু পারে না। ভয়াবহ একটা হিক্কা ওঠে তার। গলগল করে পেটের ভেতরে ঢুকতে থাকে পানি। ক্রমশঃ ফুলে উঠতে থাকে তার পেট। তার স্ত্রীর গর্ভের মত ফুলে ওঠে। প্রথম সন্তান যখন পেটে এসেছিল তখন একবার পেটের ওপর কান পেতে শিশুর হৃদস্পন্দন তাকে শুনতে দিয়েছিল তার স্ত্রী।

পাইপটা সরিয়ে নেয় ওরা। এত পানি পেটে গিয়েছে যে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে তার। ভীষণ বমি বমি করে। সে উঠে বসবার চেষ্টা করে, কিন্তু তাকে উঠে বসতে দেয়া হয় না। তার পেটের ওপর ওরা কয়েকজন পা দিয়ে চাপতে থাকে। আর সেই চাপে গলগল করে নজরুলের মুখ দিয়ে উলটে বেরিয়ে আসে পানি। নাক দিয়ে পানি, এমনকি কান দিয়েও।

সে এক মুহূর্তের জন্যে সংজ্ঞা হরায়।

জ্ঞান ফেরার সঙ্গে সঙ্গে শরীরটা ভারি শীতল মনে হয় তার। পানিতে ভেসে গেছে ঘরের মেঝে। সম্পূর্ণ ভিজে গেছে তার শরীর। ভীষণ হাঁপাচ্ছে সে। তার মাথার ভেতরে কোনো কথা কোনো চিত্রই সুস্থির হয়ে দাঁড়াতে পারছে না আর।

একবার, এক ঝলক স্ত্রীর চেহারাটা মনে পড়ে যায় তার। ভালোই করেছিল সে, তার মত চালচুলোহীন কোনো রিফিউজির মেয়ে বিয়ে না করে। জাফরগঞ্জে ভাইদের কাছে তার স্ত্রী আশ্রয়টুকু অন্তত পাবে যখন সে মরে যাবে।

সে নিশ্চিত হয়ে যায় তার মৃত্যু সম্পর্কে। আর তখুনি মন থেকে মৃত্যু ভয়টা একেবারে চলে যায়।

তার সমুখে বিবৃতির কাগজটা নাচানো হয়। দস্তখত দেবেন?

প্রবলবেগে সে মাথা নাড়ে।

না

ভেবে দেখুন।

না, না।

ওরা কিন্তু আবার পানি দেবে।

দিক।

আবার তাকে পাইপ দিয়ে পানি দেয়া হয়। ঠিক আগের মত আবার তারা তার পেটের ওপর দাঁড়িয়ে পানি বের করে দেয়। এবারে তার জ্ঞান আর অনেকক্ষণ পর্যন্ত ফেরে না।

বিবৃতির কাগজটা হঠাৎ দলা পাকিয়ে শাদা একটা পাখি হয়ে ঘরের ঘুলঘুলির ভেতর দিয়ে উড়ে চলে যায়। আর ফেরে না।

নজরুলের মনে হয় তার স্ত্রী ঘরের ভেতরে এসে দাঁড়িয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে সে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করে। কিন্তু পারে না। তখন চিৎকার করে সে বলতে চায়, এখানে এসো না তুমি, এখানে

BanglaBook.org

এসো না, এসো না। এখানে নরক, এখানে দুর্গন্ধ, এখানে থই থই পানি। তবু তার স্ত্রী চলে যায় না।

পাশে এসে দাঁড়ায় এবং জিগ্যেস করে, তোমার মনে পড়ে?

কি?

সেই প্রথম দিনের কথা।

কোন প্রথম দিন?

যেদিন আমাদের বিয়ে হলো। মনে পড়ে?

হ্যাঁ মনে পড়ে।

তারিখটা কি ছিল?

পঁচিশে মার্চ।

না গো না। তুমি আবার মনে কর।

মনে করছি। চেষ্টা করছি।

আমাদের বিয়ের তারিখটা কি ছিল?

মনে পড়েছে।

তাহলে বল।

পয়লা জুন।

আমার পরণে কি ছিল?

মনে পড়ছে না।

চেষ্টা করো।

পারছি না।

তবু চেষ্টা করো।

তোমার পরণে ছিল লাল শাড়ি।

বিয়ের সময় সব কনেরই লাল শাড়ি হয়। আসলে, তুমি সব ভুলে গেছে। তুমি সব বানিয়ে বলছ।' নজরুল তখন আর্ত কণ্ঠে বলে, 'কুমকুম, তুমি আমাকে ওদের মতো জেরা করছ কেন?

তুমি সব ভুলে গেছে, তাই।

আমি কি ভুলে গেছি ?

আমাকে।

নজরুল চুপ করে থাকে। দুচোখ ভরে সে দেখতে থাকে কুমকুমের মুখ। সে মুখ এত কাছে যে, হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যায়।

তুমি এখানে এলে কেন, কুমকুম?

'তুমি সব ভুলে গেছ, তাই আসতে হলো।

কি ভুলে গেছি?

মনে নেই, কি বলেছিলে?

কবে?

BanglaBook.org

বিয়ের সেই রাতে। আমার হাত ধরে, আমাকে বুকের কাছে টেনে, কি বলেছিলে তোমার মনে নেই?

মনে আছে কুমকুম।

তাহলে বলো।

বলেছিলাম, কোনোদিন তোমাকে ছেড়ে যাব না। কোনোদিন তোমাকে কষ্ট দেব না। দুঃখ যদি আসে, সব দুঃখ দুজনে ভাগ করে নেব।

এই তো মনে পড়েছে তোমার।

তুমি এলে কেন?

তুমি যে এখন আমাকে ছেড়ে যাচ্ছ। তুমি যে আমাকে কষ্ট দিচ্ছ। তুমি যে দঃখ আর ভাগ করে নিচ্ছ না।

কুমকুম, তুমি যাও, তুমি যাও।

আমার দিকে তাকাও, নজরুল।

না।

বল, কেন তুমি আমাকে এভাবে ছেড়ে যাচ্ছ?

এখানে এসো না কুমকুম। এখানে নরক। এখানে দুর্গন্ধ। এখানে থই থই পানি। যাও।

চিৎকার করে ওঠে নজরুল।

তাকিয়ে দ্যাখে, ঘরের ভেতরে কেউ নেই। তাহলে কুমকুম গেল কোথায়? এই তো সে এখানে ছিল।

নজরুল চোখ বোঁজে।

আবার চোখ মেলতেই দ্যাখে, কুমকুম দরোজার পাটে মাথা রেখে কাঁদছে।

কুমকুম, তুমি কাঁদছ?

কুমকুম কোনো উত্তর দেয় না।

কাদছ তুমি?

কুমকুমকে আর সেখানে দেখা যায় না। তখন মুখ ফিরিয়ে নেয় নজরুল। চোখ পড়ে জানালায়। দ্যাখে, জানালার কাছে কুমকুম। জানালায় মুখ চেপে ধরে সে কাঁদছে। তার শরীর ফুলে ফুলে উঠছে নিঃশব্দ কান্নায়।

কুমকুম।

কুমকুম অন্ধকার হয়ে যায়। জানালায় তাকে আর দেখা যায় না। আবার তাকে দেখা যায় শূন্য শাদা বিরাট একটা দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এবং কাঁদছে।

নজরুল চোখ বোঁজে।

কুমকুম আর আসে না।

বহুদূর থেকে তার ছেলেমেয়ের ডাক শোনা যায়।

'আ-ব-বু-উ।'

আসিস না, কাছে আসিস না। তোরা যা। চলে যা।

আব্বু।

BanglaBook.org

'কথা শোন তোরা। যা।'

ডাক থেমে যায় দুটি শিশু কণ্ঠের। কনুইয়ের ওপর ভর দিয়ে উঠে বসে হাঁপাতে থাকে নজরুল।

দরোজা খুলে যায়।

আমি ডাক্তার।

নজরুল ভাল করে তার মুখ দেখার চেষ্টা করে। বদলে শুধু দেখতে পায় লোকটা ইনজেকশন দেবার সিরিঞ্জে ওষুধ ভরছে একমনে।

দেখি হাতটা।

ডাক্তার?

হ্যাঁ, আমি ডাক্তার।'

আমি বেঁচে আছি?

৯

আমি কি বেঁচে আছি, ডাক্তার?

নিশ্চয়ই বেঁচে আছেন।

এটা কি ওষুধ?

হ্যাঁ, এটা ওষুধ। এটা দিলেই আপনি ভাল হয়ে যাবেন

দাঁড়ান।

হঠাৎ দরোজার কাছ থেকে গম্ভীর গলায় কে যেন ডাক দিয়ে ওঠে। ডাক্তার তখন বক্তার দিকে ফিরে দাঁড়ায়। বক্তা এগিয়ে আসে ধীর পায়ে।

ডাক্তার, আপনি সরে দাঁড়ান।

বক্তা এবার নজরুলের দিকে পুরো চোখ রেখে তাকায়। ডানা ঝাপটানো ভীষণ গলায় বলে, ভাল করে শুনুন।

নজরুল কান খাড়া করবার চেষ্টা করে। কিন্তু কানের ভেতরে রেলের তীব্র হুইসিল ছাড়া আর কিছুই সে শুনতে পায় না। পরে, হুইসিলটা হঠাৎ থেমে যায়।

নবাগত লোকটি তখন নজরুলের কানের কাছে মুখ নামিয়ে ফিসফিস করে বলে, আপনি জানেন কি আছে ঐ ইনজেকশানে?

না।

জানতে চান? তাহলে শুনুন। ওতে আছে ক্যানসার ব্যাধির বীজ।

ক্যানসার?

আপনার শরীরে গেলে কোনোদিন তা ভাল হবে না।

ভাল হবে না?

BanglaBook.org

না। ক্যানসারের কোনো ওষুধ নেই।

নেই?

না। আপনার শরীরের সমস্ত রক্ত শুকিয়ে ছাই হয়ে যাবে। তিলে তিলে যন্ত্রণায় পুড়ে আপনি মারা যাবেন।

আমি মরতে চাই না।

আমি জানি, আপনি মরতে চান না।

আমি বাঁচতে চাই।

জানি, আপনি বাঁচতে চান।

আমাকে বাঁচান। আমাকে আপনি বাঁচান।

লোকটা তখন আবছা একটু হেসে ওঠে।

ভাগ্যে ভাল, আমি এসে পড়েছিলাম। আমি আপনার মত একজন কবিকে মরতে দেব না। কিছুতেই না। আপনি বেঁচে থাকবেন এবং কবিতা লিখবেন।

আমি নজরুল ইসলাম নই।

আপনি হবেন নতুন নজরুল ইসলাম। নতুন নজরুলকেই আমরা চাই। পুরনো সেই কবিকে নয়।

নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় ডাক্তার।

তারপর ঘরের ভেতরে উজ্জ্বল আলোটা নিভিয়ে দেয় নবাগত লোকটি। অন্য একটি সুইচ টেপে সে। মৃদু আলোয় ভরে যায় ঘর।

লোকটি বলে, আপনার আর কোনো কষ্ট হবে না। কোনো কষ্ট আর পেতে হবে না। আমি সব ব্যবস্থা করছি।

অবিলম্বে নজরুলকে অন্য একটা ঘরে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে ভিজে তোয়ালে দিয়ে তার সারা শরীর মুছিয়ে দেয় কেউ। নতুন একটা জামা পাজামা পরিয়ে দেয়া হয়। তাকে খেতে দেয়া হয় গরম এক কাপ দুধ।

দুহাতে পেয়ালা আঁকড়ে ধরে সবটুকু দুধ সে এক নিঃশ্বাসে পান করে।

পর মুহূর্তে গলগল করে বমি হয়ে যায়।

আবার সন্তর্পনে নিঃশব্দে নোংরাগুলো পরিষ্কার করে দেয় কারা। তাকে ধরে শুইয়ে দেয় বিছানায়। সবাই ঘর থেকে চলে যায়, শুধু সেই নবাগত লোকটি ছাড়া।

লোকটি চেয়ার টেনে বিছানার কাছে বসে।

নজরুল জানতে চায় তার স্ত্রীর কথা ক্ষীণ কণ্ঠে সে বলে, কুমকুম কোথায়?

কুমকুম কে?

আমার স্ত্রী। আমার খোকন, আমার মেয়ে মমতা কোথায়? ওদের ডাকে শুনলাম। আমি কুমকুমকে দেখলাম।

কোথায় দেখলেন?

ঘরের ভেতরে।

BanglaBook.org

ওদের তো এখানে আনা হয়নি। আপনি শুধু শুধু ভাবছেন। ওরা ভাল আছে। অমরা খবর নিয়েছি, ভাল আছে।

ভাল আছে? খবর নিয়েছেন?

খবর নিয়েই বলছি। আপনি গেলেই দেখতে পাবেন সত্যি বলেছি কি–না।

যেতে পারব?

হ্যাঁ পারবেন?

আমি কোনো দস্তখত দিতে পারব না।

দস্তখত আপনাকে দিতে হবে না।

অবাক হয়ে যায় নজরুল।

দিতে হবে না?

না। কোনো বিবৃতিতে দস্তখত আপনাকে দিতে হবে না। ওসব কখন ছিঁড়ে ফেলে দেয়া হয়েছে। আসলে, তরুণ সব অফিসারদের নিয়েই হয়েছে মুশকিল। কাকে কি বলতে হয়, কার সঙ্গে কখন কি ব্যবহার করতে হয়, কিচ্ছু বোঝে না।

আমাকে বিবৃতি দিতে হবে না?

বললাম তো–না। আপনাকে শুধু একটা কবিতা লিখতে হবে।

কবিতা?

হ্যাঁ, কবিতা। একটি মাত্র কবিতা।

কবিতা লিখব?

কাগজ কলম সব আপনাকে দিয়ে যাচ্ছি। আপনি শুধু একটা কবিতা লিখে দিন, তাহলেই সব চুকে গেল।

কবিতা?

হ্যাঁ, কবিতা। এগিয়ে যাবার কবিতা। মানুষকে সুপথে আনবার কবিতা। বড় কবিতা না হলেও চলবে। ছোট একটি কবিতা।

কবিতা?

কাগজ কলম রইল। রাতে আপনাকে খাবার দিয়ে যাবে। যখন যা দরকার সব পাবেন। রাতে আপনাকে আর বিরক্ত করব না। সকালে এসে কবিতাটি নিয়ে যাব। আমি এখন আসি।

১০

কবিতা?

কবিতা লেখার কথা কোনোদিন তো সে ভাবেনি। কি করে কবিতা লেখে কেউ ?

সালেহার মুখ ভেসে ওঠে তার সমুখে।

সালেহা?

BanglaBook.org

আমাকে ভালবাসতে না?

বাসতাম।

অনেক ভালবাসতে?

অনেক ভালবাসতাম।

তাহলে কখনো বলনি কেন?

তোমাকে ভালবাসি, আমি বুঝিনি, সালেহা।

এখন?

এখন ওকথা ভাবা আমার পাপ।

কেন?—ভালবাসা পাপ?

না, না, সালেহা।

তাহলে পাপ কেন?

তুমি যে অন্য কারো বৌ। আমি যে অন্য কারো স্বামী। এখন আমি বলতে পারি না সালেহা, আমি তোমাকে ভালবাসি।

দেশকে তুমি ভালবাসো না?

বাসি।

দেশ তো এখন অন্য কারো।

তার মানে

তার মানে ?

দেশ এখন তোমার নয়। দেশ ছিনিয়ে নিয়েছে অন্য কেউ।

তাতে কি?

তবু তুমি দেশকে ভালবাস?

বাসি।

সেটা পাপ নয়?

না সালেহা, দেশকে তখনই তো বেশি করে ভালবাসা যায়। জান, একটা অদ্ভুত কাণ্ড। আমি তো বাংলাদেশে জন্মাইনি। আমার জন্ম সেই বর্ধমানে। চলে এলাম ঢাকায়। কোনোদিন ভাল করে বুঝিনি যে বাংলাদেশ আমার দেশ। কোনোদিন স্পষ্ট করে মনে হয়নি বাংলাদেশকে আমি ভালবাসি। দেশ বলতেই চোখের সমুখে ভেসে উঠত বর্ধমান।

আর এখন?

সেই কথাই তোমাকে বলছি, সালেহা। ভারি মজার কাণ্ড। সমস্ত শহরের ওপর দিয়ে গুলীর ঝড় বয়ে গেল, ট্যাংক গড়িয়ে গেল, বাড়ি ধ্বসে পড়ল, লাশের পাহাড় জমে উঠল রাস্তার মোড়ে মোড়ে। তারপর দেখলাম বড় বড় সব দালানের মাথায় ওরা ওঠাচ্ছে ওদের পতাকা। ছিঁড়ে ফেলছে আমাদের পতাকা। তখন হঠাৎ বুকের ভেতরটা হাহাকার করে উঠল। ঠিক যেমনটা হয়েছিল তোমার বিয়ের কার্ড পেয়ে।

তুমি কেঁদেছিলে?

BanglaBook.org

না, কাঁদিনি। তখনো না, এখনো না। বুকের মধ্যে ওই রকম যখন টান লাগে, তখন কাঁদা যায় না। তখন সারা শরীরটাই স্তম্ভিত হয়ে অশ্রুর একটা স্তম্ভ হয়ে যায়, সালেহা। অবাক কাণ্ড, আমি তাকিয়ে দেখি, আমার এই বুকটা বাংলাদেশের জন্যে ভালবাসায় ভরে গেছে। সেই ভালবাসা আছে বলেই আমি বেঁচে আছি।

আমাকে তুমি ভালবাস?

হ্যাঁ, তোমাকে ভালবাসি। সবাইকে আমি আমি ভালবাসি। এখন আমি সবাইকে ভালবাসতে পারি। তুমি ভাল আছ সালেহা? তুমি ভাল আছ তো?

আমাকে তুমি ভালবাস?

হ্যা, তোমাকে ভালবাসি। সবাইকে আমি ভালবাসি। এখন আমি সবাইকে ভালবাসতে পারি। তুমি ভাল আছো সালেহা?' তুমি ভাল আছ তো?

আমাকে ভালবাস?

হ্যাঁ,বাসি।

আমার জন্যে একটা কবিতা লিখবে, নজরুল?

কবিতা?

হ্যাঁ, কবিতা। আমার জন্যে। শুধু আমাকে নিয়ে। একটি কবিতা।

আমি তো পারি না, সালেহা।

তুমি পারবে।

না, আমি পারব না। আমি জানি না কি করে কবিতা হয়।

তুমি জানো। নিজের বুকের ভেতরে তাকিয়ে দ্যাখো। সেখানে একটি কবিতা লেখা হয়ে আছে।

না, সালেহা, না।

আছে নজরুল, আছে।

না , নেই।

আছে নজরুল।

না, সালেহা।

আছে। আমি দেখতে পাচ্ছি, আছে। তুমি একবার উঠে দাঁড়াও নজরুল। নিজের বুক চিরে ফ্যাল, তাকিয়ে দ্যাখ—সোনার অক্ষরে জ্বলজ্বল করছে কবিতা। পড় সেই কবিতা তুমি পড়ো। আমাকে পড়ে শোনাও নজরুল। তুমি উঠে দাঁড়াও।

নজরুল ধড়মড় করে উঠে দাঁড়ায়।

সালেহা। সালেহা।

চিৎকার করে সে ডাকে। তার চিৎকার শুনে খাকি একজন এসে ঘরে ঢোকে। ব্যক্তিটির দিকে চোখ পড়তেই সমস্ত অঙ্গ বরফ হয়ে যায় তার। ধপ করে সে বিছানার ওপর বসে পড়ে। একটু পানি খেতে চায়। খাকি তাকে জানায়, পানি শিগগিরই তার কাছে আসবে।

দড়াম করে বন্ধ হয়ে যায় দরোজা

BanglaBook.org

বিছানার মাথার কাছে ছোট্ট টেবিলের ওপর কলম চাপা শাদা কাগজটা একবার ফরফর করে ওঠে। পাখির মত এ কাগজটাও উড়ে যেতে চায়, ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে চায়। নজরুল অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকে কাগজটার দিকে।

কাগজটা তার সমস্ত শূন্যতা বিস্তৃত করে পড়ে থাকে।

সময় বয়ে যায়, কি থেমে থাকে। সময় আর নজরুলকে উদ্বিগ্ন করে না। একটা জীবনকাল পেরিয়ে যায় কিনা, কে বলতে পারে?

সেই লোকটি এসে সহৃদয় কণ্ঠে জিগ্যেস করে, কবিতা লিখেছেন?

না।

কবিতা লেখা খুব কষ্টের ?

জানি না। পারি না।

চেষ্টা করলেই হবে। চেষ্টা করে দেখুন।

আপনারা ভুল করছেন।

ভুল তো হতেই পারে। আমি কবি নই। তবে এটুকু জানি যে চেষ্টা করে কবিতা লেখা যায় না।

তাহলে আমাকে বলছেন কেন?

আপনার একটা কবিতা চাই যে। নতুন একটা কবিতা। আমি সব কটা খবরের কাগজে বলে রেখেছি। আজ রাতে কবিতা যদি দিতে পারেন, কাল সকালেই প্রথম পাতায় সমস্ত কাগজে বড় বড় হরফে ছাপা হবে। আমি সবাইকে বলে রেখেছি। শুধু কবিতার অপেক্ষা। আচ্ছা, আমি ঘন্টাখানেক পরে আসব। আপনি এখন কিছু খাবেন?

কি?

চমকে ওঠে নজরুল। কতকাল খাওয়ার কথা কেউ তাকে বলেনি।

কিছু খাবেন?

প্রবল ইচ্ছে হয় কিছু খাওয়ার জন্যে। কিন্তু ভেতর থেকে কে যেন তীব্রকণ্ঠে চিৎকার করে ওঠে—না, না, না।

পাকস্থলীতে ভয়াবহ একটা আক্ষেপ শুরু হয়ে যায়। তেতো পানিতে মুখের ভেতরটা ভরে ওঠে তার। দুহাতে নিজের মুখ চেপে ধরে সে।

লোকটি বেরিয়ে যেতে যেতে বলে, আমি এসে কবিতাটি নিয়ে যাব।

চোখ বুঁজে চিৎ হয়ে পড়ে থাকে নজরুল।

মাথার কাছে কাগজটা আবার ফরফর করে ওঠে।

বিরাট শূন্য শাদা দেয়ালে মাথা ঠেস দিয়ে কুমকুম এখন কাঁদে।

তুমি কাঁদছ কেন?

কুমকুম কোনো উত্তর দেয় না।

তুমি কেঁদ না কুমকুম।

কুমকুম তবু কেঁদে চলে। তখন ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে নজরুল।

তুমি জানো না, কাঁদলে অমঙ্গল হয়। চুপ কর কুমকুম, চুপ

BanglaBook.org

কর।

তখন লাফাতে লাফতে খোকন এসে তার কোলে চড়ে বসে।

কিরে খোকন?

জান আব্বু, কবিতা আবৃত্তি করে আমি আজ ফার্স্ট হয়েছি।

কোথায়?

বারে, ইস্কুলে। আজ গরমের ছুটি হয়ে গেল কিনা। তাই একটা সভা হলো। আমি কোন কবিতা বললাম, জান?

না তো। কোন কবিতা?

সে ভারি মজার কবিতা।

বল দেখি, শুনি।

খোকন লাফ দিয়ে কোল থেকে নামে। ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে মুখ ভঙ্গী করে শোনাতে থাকে সে—

বাবুদের তাল পুকুরে
হাবুদের ডাল কুকুরে
সে কি বাস করলে তাড়া
বলি থাম একটু দাঁড়া।

মগজের কোষে কোষে ছন্দটা ছড়িয়ে পড়ে।

বা-বু-দে-র-তা-ল-পু-কু-রে-হা-বু-দে-র-ডা-ল-কু-কু-রে।

কবিতা কি করে হয়?

অক্ষরের পর অক্ষর?

মিলের পর মিল?

পংক্তির পর পংক্তি?

কিন্তু কি নিয়ে কবিতা? কোন কথা? কোন বিষয়?

দরোজা খুলে যায়।

লোকটা জানতে চায়, কবিতা হয়েছে?

কংকালের কোটর থেকে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকায় নজরুল। লোকটা অপ্রতিভ হয়ে মাথা টেনে নেয়। দরোজা বন্ধ হয়ে যায়।

একটি কবিতা লিখলেই কাল সকালে সমস্ত কাগজে বড় বড় হরফে প্রথম পাতায় বেরুবে।

সে-কি-বা-স-ক-র-লে-তা-ড়া-ব-লি-থা-ম-এ-ক-টু-দাঁ-ড়া।

চৌকির কিনার ধরে ধরে নজরুল চক্রাকারে হামাগুড়ি দেয়। উঠে দাঁড়বার শক্তিটুকু যে আর অবশিষ্ট নেই, সে কথা তাকে আর বিচলিত করে না। পা টেনে টেনে সে হামগুড়ি দেয় হিংস্র একটা শ্বাপদের মত, অন্ধকার নিবিড় একটা অরণ্যের ভেতরে চন্দ্রালোকিত একটা জলাশয় সন্ধান করে চলে সে অনবরত।

BanglaBook.org

দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে ওঠে। লক লক করে ওঠে জ্বলন্ত লাল একটি শিখা। প্রাচীন পারসিক স্তবে ভরে ওঠে তার করোটি।

কলেজে শৈলেনবাবুর ক্লাশঘরে এসে দাঁড়ান। তাঁর সেই নাটকীয় ভঙ্গীতে তিনি বলে চলেন, প্রাচীন পারসিকদের মধ্যে এই নতুন সত্যের আলোক তিনি ছড়াইয়া দেন। তিনি বলেন, ঈশ্বর দুইজন—শুভ ঈশ্বর, অশুভ ঈশ্বর। তিনি বলেন, স্বর্গরাজ্যে অবিরাম এই দুই ঈশ্বরের মধ্যে যুদ্ধ হইতেছে। সে যুদ্ধে কখনো শুভ ঈশ্বর জয়ী, কখনো অশুভ ঈশ্বর জয়ী।

শ্বাপদের মতই থমকে যায় নজরুল চার হাত পায়ের ওপর। গোঙ্গানির মত শব্দ ফুটে বেরোয় তার মুখ দিয়ে। আবার সে চক্রাকারে হামা গুড়ি দিতে থাকে।

হঠাৎ তার চোখের সমুখে এই প্রথম, কবি নজরুল ইসলামের ক্ষ্যাপা চেহারাটা জ্বলজ্বল করে ওঠে। সেই তরঙ্গায়িত কেশর, সেই মাংসল কাঁধ, সেই কাজল দুটি চোখ, ঠোঁটের সেই অস্ফূট হাসি।

পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকে তারা। একই নামের দুটি লোক যেন দুটি প্রান্ত ছুঁয়ে, অতল গহ্বর যোজনা করে অন্তহীন একটা সেতু— সেই সেতুর আকাশ ছোঁয়া, প্রতিটি লোহার বরগা কাজী নজরুল ইসলামের নামের একেকটা অক্ষর।

১১

সেই লোকটি আবার এসে দাঁড়ায়। নজরুলকে মেঝে থেকে তুলে বিছানার ওপর সে বসিয়ে দেয়।

ধপ করে পড়ে যায় সে বিছানার ওপর। কিন্তু জ্ঞান হারায় না।

প্রশান্ত চোখে সে তাকিয়ে থাকে আগন্তুকের দিকে।

কবিতা?

নিঃশব্দে এক টুকরো হাসি ফুটে ওঠে নজরুলের ঠোঁটে।

হয়নি কবিতা?

হাসিটা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

আপনি বুঝতে পারছেন না, আপনি নিজের কি ক্ষতি করছেন।

জানি।

জানেন?

তবু লিখবেন না?

না।

শুধু একটি কবিতা?

একটি কবিতা আমি লিখব না।

লিখলেই মুক্তি পাবেন।

BanglaBook.org

কিসের থেকে?
এই বন্দী দশা থেকে।
আমি বন্দী নই।
আপনি ভুল করছেন।
ভুল আপনারা করছেন।
একটি কবিতা।
একটি কবিতা নয়।
লিখলেই যেতে পারবেন।
কোথায়?
জাফরগঞ্জে।
জাফরগঞ্জ কোথায়?
আপনি জানেন না কোথায়?
জানি কোথায়। জানি জাফরগঞ্জ আমারই দেশে। আর আমি দেশেই আছি। আমার দেশে। সে দেশের নাম বাংলাদেশ।

চাবুকের মত চড় পড়ে নজরুলের গাল। একে একে নিঃশব্দে ঘরটা ভরে যায় খাকি পোষাকে।

আরো একবার তাকে প্রশ্ন করা হয়।
লিখবেন না কবিতা?
না
তাহলে কোন কবিতা লিখবেন? বিদ্রোহের কবিতা?
পারলে সে কবিতাই আমি লিখতাম।
কবিতা লিখতে পারেন না আপনি?
জানি না।
এখনো মিথ্যে কথা বলছেন?
মিথ্যা আমি বলি না।
কখনোই না?
কখনোই না।
বিদ্রোহের প্ররোচনা দেননি আপনি ?
আপনারা বলতে পারবেন।
বাঙ্গালীকে অস্ত্র ধরতে বলেননি আপনি?
বাঙ্গালীকে জিগ্যেস করুন।
এখনো বলতে চান, আপনি কবি নজরুল ইসলাম নন?
আপনারাই বলছেন।

BanglaBook.org

তখন তাকে ধাক্কা দিয়ে মেঝের ওপর ফেলে দেয়া হয়। একটা বেঁটে শক্ত লাঠি দিয়ে আঘাত করা হয় তার হাঁটুতে। পায়ের জোড় ভেঙ্গে যায়। ব্যথা বোধ হয় না। যে শব্দ তার কানে পৌঁছোয়, মনে হয় তার উৎস অন্য কোনোখানে।

অস্বীকার কর, তুমি নজরুল নও?

আমি নজরুল।

কবি নজরুল?

হ্যাঁ, আমি কবি হতে চাই।

কবিতা লিখতে চাও না?

না। তোমাদের জন্যে নয়।

তখন অন্য পায়ের জোড়ে বিদ্যুতবেগে নেমে আসে বেঁটে শক্ত সেই লাঠিটা। বাঁ পায়ের জোড়টাও ভেঙ্গে যায়।

তুমি কবি ?

হ্যাঁ, আমি কবি।

তুমি লিখবে না?

না আমি লিখব না?

তার পেটের নিচে বুট চালিয়ে তাকে উপুড় করে দেয় কেউ। তীব্র একটা যন্ত্রণা ছড়িয়ে পড়ে তার কোমরে। একবার উৎক্ষীপ্ত হয়ে কোমরাটা শেষ বারের মত মেঝের ওপর পড়ে যায়। আবার কেউ তাকে পা দিয়ে সোজা করে দেয়।

নজরুল তুমি লিখবে না?

না।

তার বাম হাতের কনুইয়ের জোড় এবার ভেঙ্গে দেয় ওরা। চিৎকার করবার শক্তিটুকু তার নেই। তবু, মাথার ভেতরে চিৎকার করে সে কুমকুমকে বলে, খোকনকে নিয়ে যাও। মমতাকে সরিয়ে নিয়ে যাও। এখানে এসো না কুমকুম। এখানে নরক। এখানে দুর্গন্ধ। এখানে থই থই পানি।

এখনো ভেবে দ্যাখ, নজরুল।

দেখেছি।

এখনো তোমার ডান হাত ঠিক আছে।

জানি.।

এখনো একটি কবিতা তুমি লিখতে পারো।

পারি।

লিখবে তুমি?

না।

লিখবে না।

লিখব না।

BanglaBook.org

তার ডান হাতের জোড়টিও ভেঙ্গে দেয়া হয় তখন। ওদের পায়ের চাপে মুখ দিয়ে কয়েক ঝলক রক্ত বেরিয়ে আসে তার। দারুণ তৃষ্ণায় নিজের রক্ত সে জিহ্বা দিয়ে চুক চুক করে টেনে নেবার চেষ্টা করে। কিন্তু জিহ্বা সাড়া দেয় না। মুখের ভিতরে প্রকাণ্ড একটা উষ্ণ ফলের মত জিহ্বাটা গহ্বর পূর্ণ করে রাখে। লোকগুলোর মুঠোয় মুঠোয় উঠে আসে তার দীর্ঘ চুলের গুচ্ছগুলো।

সমস্ত ঘর ছড়িয়ে পড়ে তার চুল। উড়তে থাকে নাগকেশর ফুলের অজস্র শুঁড়ের মত।

তাকে বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়।

পেছনে কলাগাছ ঘেরা একটা বুনো জায়গা। সেখানে ছুঁড়ে ফেলে দেয়া হয় তাকে। বলা হয় গর্ত খুঁড়তে।

দীর্ঘ আঙুল দিয়ে খামছে ধরতে চায় সে মাটি। কিন্তু আঙুল নড়ে না। একবার শুধু একটুখানি নড়ে উঠে স্থির হয়ে যায়। চোখের কাছে ঘাসগুলো স্থির হয়ে থাকে—যেন বন্ধুরা তাকে দেখতে এসে নিস্পন্দ দাঁড়িয়ে আছে। মাটির সোঁদা গন্ধ তার চিত্তের ওপর দিয়ে বয়ে

মাটিতে উপুড় হয়ে পড়ে থেকে সে দ্যাখে, ওরা একটা গর্ত খুঁড়ছে। কোদালের মুখে উঠে আসছে চাঙড় চাঙড় মাটি। আর ঝলকে ঝলকে ছড়িয়ে পড়ছে ঘন সেই ঘ্রাণ।

তারপর, হাড়ের জোড় ভাঙার মত পট একটা শব্দ শোনে সে। বুকের কাছটা হঠাৎ ভারি উষ্ণ মনে হয় তার। দূরে একটা শেয়াল ডেকে ওঠে।

কখনোই কোনো কবিতা না লিখে কবি, কাজী নজরুল ইসলামকে আরো একটি কবিতা না লেখার জন্যে ঠেলে ফেলে দেয়া হয় সেই গর্তে।

তখনো চোখ দুটো খোলা ছিল।

সেপ্টেম্বর ১৯৭৬
লক্ষ্মীবাজার ঢাকা

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG